CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 March, 2024 ■ আগরতলা ৪ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ব্রুকিংসের দাবি

পুনর্বণ্টনের উপর জোরালো নীতি ভারতকে চরম দারিদ্র্য দূর করতে সহায়তা করেছে

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ।। আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন উল্লেখ করেছে যে ভারত চরম দারিদ্র্য দূর করেছে, যা দারিদ্র্যের অনুপাতের তীব্র হ্রাস এবং পরিবারের ভোগের তীব্র বৃদ্ধির মাধ্যমে দৃশ্যমান।

সুরজিৎ ভাল্লা এবং করণ ভাসিন রচিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এটি পুনর্বণ্টনের উপর সরকারের দৃঢ় নীতির ফল, যা গত দশকে ভারতকে শক্তিশালী অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং বৈষম্যের বড় হ্রাসের ফলে ভারতে দারিদ্র্য দূর হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ভারতে গরিব মানুষের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে কম।

ক্রয়ক্ষমতা সমতা ১.৯ ডলার স্তরে হেডকাউন্ট দারিদ্র্য অনুপাত ২০১১-১২ সালে ১২.২ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ সালে ২ শতাংশে এ নেমে এসেছে। লেখকরা মনে করেন যে গ্রামীণ অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ভোগ বৃদ্ধি 'বিভিন্ন ধরণের সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বণ্টনের উপর দৃঢ় নীতির জোর দেওয়ায় অবাক হওয়ার মতো কিছু হওয়া উচিত নয়।

এর মধ্যে রয়েছে টয়লেট নির্মাণের জন্য একটি জাতীয় মিশন এবং বিদ্যুৎ, আধুনিক রান্নার জ্বালানী এবং সাম্প্রতিককালে নলবাহিত জলের সর্বজনীন সুবিধা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা।

২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে নলবাহিত জলের সুবিধা ছিল ১৬.৮ শতাংশ, বর্তমানে এটি ৭৪.৭ শতাংশ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির আওতায় দেশের ১১২টি জেলাকে সর্বনিম্ন উন্নয়ন সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই জেলাগুলি তাদের উন্নতির দিকে সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সরকারি নীতি কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ একটি উৎসাহব্যঞ্জক উন্নয়ন, যা বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর অর্থ হ''ল অন্যান্য দেশের মতো ভারতেরও উচ্চতর দারিদ্র্যসীমায় স্নাতক হওয়ার সময় এসেছে। এতে আরও বলা হয়, 'উচ্চতর দারিদ্র্যসীমায় রূপান্তর বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার, বিশেষত লক্ষ্যযুক্ত সুবিধাভোগীদের আরও ভালভাবে সনাক্তকরণ এবং প্রকৃত দরিদ্রদের আরও বেশি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে' একটি সুযোগ প্রদান করে।

খোয়াই জেলায় মোট আট কোম্পানি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান আসবে নির্বাচনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ মার্চ।। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। এককথায় দরজায় কড়া নাড়ছে লোকসভার আসন্ন নির্বাচন। প্রশাসনিক প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুত দেশের নির্বাচন কমিশনও। যার যার মতো করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলোও। খোয়াই জেলায়ও প্রশাসনের সার্বিক প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদেরও জেলায় জেলায় আসা শুরু হয়ে গেছে। খোয়াই জেলায় মোট আট কোম্পানি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান আসবে নির্বাচনে। ইতিমধ্যে তিন কোম্পানি জেলায় এসে পৌঁছেও গেছে বলে জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে। শনিবার খোয়াইয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা শহরে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো প্রাক নির্বাচনী পরিবেশ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর থাকে। মানুষের মনে যাতে অহেতুক ভয়ভীতি সঞ্চারিত না হয়। সর্বস্তরের মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোটদান করেন। এদিন জেলা প্রশাসনের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র অফিসটিলা থেকে বের হয় এই ফ্ল্যাগ মার্চ। এতে সি আর পি এফ , বি এস এফ -- র জওয়ানদের সাথে অংশ নেয় টি এস আর ও রাজ্য পুলিশের জওয়ানেরাও। ফ্ল্যাগ মার্চ খোয়াই শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। জেলা শাসক চান্দনী চন্দ্রন, পুলিশ সুপার রমেশ যাদব, দুই মহকুমার এস ডি এম , এস ডি পি ও -- রা সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকেরা ফ্ল্যাগ মার্চে অংশ গ্রহণ করেন।

নিজ ঘর থেকে ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। নিজ ঘর থেকে এক ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার রাজধানীর শিবনগর এলাকায় এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত পাঁচ থেকে ছয় দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন সুধীর সুর (৫৪) নামের এক মাঝ বয়সি ব্যাক্তি। বহু খোঁজাখুঁজির পর শিবনগর নিজ বাড়ি থেকে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ওই ব্যক্তি। জানা যায় ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও মেয়ে তার সঙ্গে থাকে না। মৃত ব্যক্তি এবং তার শয্যাশায়ী মা ওই বাড়িতে থাকতেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ্য মহারাজগঞ্জ থানার পুলিশ এবং পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। এদিকে একই সঙ্গে ওই শয্যাশায়ী মাকেও উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এদিকে চিকিৎসকের প্রাথমিক অভিমত ওই ব্যক্তির প্রায় সপ্তাহ খানেক আগেই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ত্রিপুরার পর্যটনের ব্যান্ড অ্যাম্বেসেডর সৌরভ গাঙ্গুলি হতেই রাজ্যে এলো এক ঝাঁক বিদেশি পর্যটকের দল রবিবার। ছবি-নিজস্ব।

খোয়াইয়ে নাবালিকার বেআইনী বিয়ে আটকে দিল চাইল্ড প্রোটাকশন ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ মার্চ।। খোয়াইতে নাবালিকার বেআইনী বিয়ে আটকে দিল খোয়াই জেলার চাইল্ড প্রোটাকশন ইউনিটের কর্মীরা। নাবালিকাকে জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হলো।

আইনের নিয়মানুযায়ী ছেলেদের একুশ বছর বয়স এবং মেয়েদের আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগে কোন নাবালক ও নাবালিকার বিয়ে হওয়া আইন বিরুদ্ধ। প্রচলিত আইনে তা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা আছে। খোয়াই জেলা প্রশাসন ও খোয়াই জেলা সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে প্রতিদিনই নাবালক ও নাবালিকা বিবাহরোধ করার জন্য সচেতনতামূলক সভা চলছে।

সরকারের এতকিছু প্রচারণা, সচেতনতা কর্মসূচী ও আইন কানুনের বিধিনিষেধ সত্বেও একাংশের অভিভাবক নাবালক ছেলে ও নাবালিকা মেয়েদের বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন থেকে সরে আসতে চাইছেন না। খোয়াইয়ে নাবালিকা মেয়ের বিয়ের হার ক্রমেই ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অভিভাবকদের আইন কানুন ও ছেলে-মেয়ের উপযুক্ত বয়স হবার আগে বিয়ে হলে শারীরিক সমস্যার বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত করা হচ্ছে।

এরপর একাংশের অভিভাবকরা পিছিয়ে আসছে না। এই সকল অভিভাবকদের কন্যা সন্তান মানেই মাথার বোঝা ভেবে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছে।

শনিবারও চাম্পাহাওর থানাধীন পশ্চিম তকচাইয়ার জামটিলা এলাকায় ১৩ বছরের নাবালিকা মেয়ের বিয়ে আটকে দিয়েছে জেলা চাইল্ড প্রোটাকশন ইউনিটের কর্মীরা।

আগামী সপ্তাহে ১৩ বছরের নাবালিকার বিয়ে হবার কথা ছিল খোয়াই চেবরী এলাকায়। বিশ্বস্ত সূত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মারপিটের ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মার্চ।। অরবিন্দ নগর কলোনী এলাকায় মারপিটের ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় চারজন ,যার মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা নাসির উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বিগত কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় বহু লোকের গরু চুরি করেছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরও জানা যায় যে গত মাসের ২৯ তারিখ নাসির উদ্দিন তার নিজ বাড়িতে চুরি করা গরু এনে কেটে বিক্রি করছিল। আর তখনই স্থানীয়রা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং এলাকাবাসীরা তানিয়ে প্রতিবাদ করে।

পরবর্তী সময় ওই এলাকায় উক্ত বিষয় নিয়ে একটি সালিশি সভা হয়, তখন নাকি নাসির উদ্দিন সেই শালিসি সভায় সবাইকে কথা দেয় সেয়ার গরু চুরি করবে না।

অভিযোগ উক্ত সালিশি সভায় যারা উপস্থিত হয়েছিল তাদেরকে নাকি গতকাল থেকে মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে নাসির উদ্দিন। আজ সকাল বেলা উক্ত বিষয় নিয়ে নাসির উদ্দিনকে এলাকাবাসীরা জিজ্ঞাসা করতে গেলে সে নাকি সবাইকে মারপিট চালায় পরবর্তী সময় তার শাশুড়ি তার ছোট ভাই সহ পাঁচজন লোক মিলে মারধর চালায় ওদেরকে।

পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীরাও তাদেরকে মারধোর করে। যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় মোট চার জন লোক এর মধ্যে সংকটজনক অবস্থা দুজনের।

পরবর্তী সময় খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর ইরানি থানায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইরানি থানার পুলিশ গিয়ে গুরুতরভাবে আহত ওই চারজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

পরবর্তী সময় দুজনের অবস্থা সংকটজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। বর্তমানে দুজনের চিকিৎসা চলছে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে তবে নাসির উদ্দিনের পরিবার সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে নারাজ। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

ওবিসি মোর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ মার্চ।। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ওবিসি মোর্চার আওতাধীন প্রতিটি ওবিসি মোর্চা চারটি করে সামাজিক সম্মেলন করছে। তারই অঙ্গ হিসেবে রবিবার ধর্মনগর থানাধীন আনন্দবাজারে ওবিসি মোর্চার এক সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সামাজিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি মোর্চার রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান মলিনা দেবনাথ। তিনি জানান ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে বিপ্লব কুমার দেব এর নাম ঘোষিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত লোকসভা আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষিত হয়ে যাবে।

দুটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে বিজেপি দলের প্রার্থীরা জয়লাভ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় উন্নয়ন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩ মার্চ।। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রভারাম পাড়া থেকে ভান্ডারী মা মূল সড়কে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজেপি সরকার। বামশাসিত সরকার পরিবর্তনের পর থেকে জনগণের সার্বিক স্বার্থে উন্নয়নের লক্ষ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে কাজ করে চলেছে বিজেপি সরকার।

সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বিশুদ্ধ পানীয় জল, পাকা ঘরবাড়ি, থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট সহ উন্নয়নের জোয়ার নামিয়েছে রাজ্যজুড়ে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন সড়কসহ পুরাতন সড়ক গুলির মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছে বিজেপি সরকারের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন দপ্তর গুলি। রাজ্যের মানুষ একন শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রভারাম পাড়া সেতু পাড়া হইতে ভান্ডারী মা মূল সড়ক মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছে কাঞ্চনপুর পূর্ত দপ্তর। দপ্তরের অধীনে দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন কাঞ্চনপুর মহকুমা স্তিত বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল কন্টাক্টার বাবুরা।। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঞ্চনপুর পূর্ত দপ্তর থেকে সরকারি কর্মী সামনে থেকেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করাচ্ছেন।

তৎকালীন সময়ে শ্রমিকদের দ্বারা ঝাড়ু ব্রাশ দিয়ে সড়ক পরিষ্কার করে মেরামতের কাজ করত কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই অত্যাধুনিক মেশিনারি সামগ্রী ব্যবহার করে সড়কের উপর জমে থাকা মাটিগুলিকে পরিষ্কার করেই কাজ করছেন উনার।। টেন্ডারের নির্ধারিত থাকা বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই কাজ করছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রভারাম পাড়া থেকে সেতু পাড়া হইতে ভান্ডারী মা, একমাত্র মূল সড়কটির সড়কটির উপর বেশ কয়েকদিন হলো কার্পেটিং এর কাজ শুরু হয়েছে এই কাজের খবর পেয়ে আমাদের প্রতিনিধি সেখানে গেলে আমাদের ক্যামেরায় বন্দি হয় বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক মেশিন কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের কার্পেটিং চলছে।। এলাকায় স্থানীয় মানুষের সাথে আলোচনা করলে জানা যায় রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের গাঁজা পাচারকালে আটক পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ মার্চ।। আবারো যাত্রী সেজে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে বাগবাসা থানার পুলিশের হাতে আটক বিহার রাজ্যের চারজন মহিলা সহ এক পুরুষ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে বাগবাসা থানাধীন পেট্রলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় থাকা পুলিশের নাকা পয়েন্টে একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা সহ পাঁচ পাচারকারীকে আটক করলো বাগবাসা থানার পুলিশ।

এই বিষয়ে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা জানিয়েছেন, রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ বাগবাসা থানার ওসি পার্থ দেব কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে বহিঃর রাজ্যের কিছু মহিলা নেশা সামগ্রী নিয়ে বাসে করে বহিঃর রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বাগবাসা থানার ওসি পার্থ দেব পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাগবাসা থানাধীন পেট্রলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় থাকা পুলিশের নাকা পয়েন্টে ছুটে যান।

পরবর্তীতে এএস১০সি৬৪২৬ নম্বরের এএসটিসি বাস থেকে সন্দেহভাজন একজন পুরুষ সহ চারজন মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরবর্তীতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ২২ প্যাকেটে মোট ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃতরা হল যথাক্রমে রাজীব প্রসাদ (৩০) পিতা কালু প্রসাদ পূজা, মিনা দেবী (৪০) স্বামী কৌশল উজা, শাকিলা দেবী (৪২) স্বামী রঘুনাথ সাহানি, বিভা দেবী (২২) স্বামী শিব শংকর সাউ, পূজা দেবী(২০) স্বামী শ্রী শনুরাম তাদের সকলের বাড়ি বিহার রাজ্যে।

ধৃতরা জানিয়েছে, এই গাঁজা গুলি নিয়ে তারা রবিবার সকালে আগরতলা থেকে ট্রেন করে ধর্মনগরে আসে এবং ধর্মনগর থেকে শিলচর যাওয়ার কথাছিল তাদের। বাগবাগা থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রজু করেছে যার নম্বর ২/২০২৪ বাগবাসা থানা।। উদ্ধার কৃত গাঁজার কালোবাজারী মূল্য ৪ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মনগর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা। ধৃতদের রবিবার ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করা হবে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৪৫ ▫ ৪ মার্চ ২০২৪ ইং ▫ ২০ ফাল্গুন ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

প্রেমের বিয়েতে বাড়ছে কলহ, বিচ্ছেদ

সমাজ যত উন্নত হইতেছে ততই সামাজিক জীবনে বিলম্বনাও বাড়িতেছে। ডটকমের যুগে লাভ ম্যারেজ বা নিজেদের পছন্দের বিয়ে দিনের পর দিন বাড়িতেছে। অবশ্য তা অন্যায়ের কিছুই না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের পছন্দের বিয়ে সমাজ স্বীকৃত। স্কুল কলেজে পড়াশোনা এবং কর্মজীবনে অনেকের মধ্যেই ভালোবাসার সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। এর সুবাদে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া জীবন সঙ্গী হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এটি কোন আইনে বাধা নয়। বরং এটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হইল নিজেদের পছন্দে অর্থাৎ লাভ ম্যারেজে বিয়ে হইলে অনেক ক্ষেত্রেই তা চিরস্থায়ী হয় না। দাম্পত্য জীবনে কলহ সহ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিষয়টি অনেকটা অভিশাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনে আগে যাহা ভাবাই যাইত না, এখন সেই 'লাভ ম্যারেজ'ই স্বাভাবিক। তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় প্রেমের বিয়েতে ডিভোর্সের ঘটনাও বাড়িতেছে পাল্লা দিয়া। অথচ হিন্দু বিবাহ আইনে বিচ্ছেদ নিয়া যে সব কথা লেখা রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতেছে না অধিকাংশ সময়েই। সেই কারণেই একটি মামলার শুনানিতে এবার হিন্দু বিবাহ আইনে সংশোধন আনিবার সুপারিশ করিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রেম করিয়া বিয়ে করিলে দাম্পত্য কলহ বেশি হয়। যাহার জেরে বিবাহ বিচ্ছেদ বেশি হইতেছে। হিন্দু বিবাহ আইনে , যে যে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলা হইয়াছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা আর প্রযোজ্য নয় বলিয়াই দাবি বিচারপতি বিবেককুমার বিড়লা এবং বিচারপতি ডোনাডি রমেশের ডিভিশন বেঞ্চের। সেই কারণে যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া হিন্দু বিবাহ আইনে বদল আনিবার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।সম্প্রতি এক যুবককে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়া উচ্চ আদালত মন্তব্য করে, ১৯৫৫ সালে যে সময়ে এই আইনটি প্রণয়ন করা হইয়াছিল, সেই সময়ের বিয়ের সঙ্গে এখনকার বিয়ের ধরন অনেক আলাদা। এখন যেভাবে বিয়ে হয়, তাহা তখন শোনাই যাইত না। বিয়ের সঙ্গে জুড়িয়া থাকা আবেগ এবং শ্রদ্ধা বর্তমানে বদলাইয়া গিয়াছে।শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতপাতের তোয়াক্কা না করা, আধুনিকতা এবং পশ্চিমি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের কারণে বিয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হইয়াছে। বিচারপতিদের মতে, সমাজ এখন আরও বেশি উদার ও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। দাম্পত্য অটুট রাখা নিয়া আগের মতো আবেগের প্রয়োজন হয় না। ভালোবাসার সম্পর্ক আরো নিবিড় হোক এটাই প্রত্যাশা।

রাজনীতি থেকে অব্যাহতি চাইছেন গম্ভীর, ক্রিকেটেই মনোনিবেশের ইচ্ছে গৌতমের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): রাজনীতি থেকে অব্যাহতি চাইছেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। এই মর্মে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকেও অবহিত করেছেন তিনি। আপাতত মনোনিবেশ করতে চাইছেন ক্রিকেটে। বিজেপি নেতা গৌতম গম্ভীর শনিবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন।

গম্ভীর এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'আমি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে আমার রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি, যাতে আমি আমার আসন্ন ক্রিকেট প্রতিশ্রুতিগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারি।' গৌতম গম্ভীর এক্স মাধ্যমে আরও জানিয়েছেন, 'আমাকে জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।'

আচমকাই আবহাওয়ার পরিবর্তন দিল্লিতে, বৃষ্টিতে ভিজল জাতীয় রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): আচমকাই আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার ভোররাত থেকেই বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী দিল্লি। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, গ্রেটার কৈলাশ এলাকা, জনপথ এলাকা বৃষ্টিতে ভিজেছে। বৃষ্টির সৌজন্যে রাজধানীর আবহাওয়া হয়ে উঠেছে মনোরম। রাজধানী দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি।

ভোররাত থেকেই জাতীয় রাজধানী দিল্লির নানা অংশ হালকা বৃষ্টিতে ভিজেছে, কখনও কখনও হালকা হাওয়াও বইতে থাকে। সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল দিল্লির আকাশ। যাইহোক হালকা বৃষ্টিতেই স্বস্তি ফিরে পেয়েছে রাজধানী দিল্লি।

১ ফুট পর্যন্ত তুষারপাত গুলমার্গে, জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ৩ মার্চ (হি.স.): নতুন করে তুষারপাতের সৌজন্যে আবারও বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল গুলমার্গ, তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য অংশেও। শুক্রবার রাত থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরে শনিবার সকালেও হালকা বৃষ্টি হয়েছে। গুলমার্গে ১ ফুট পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরে বৃষ্টি হয়েছে ২০.৫ মিলিমিটার, পহেলগামে ২৭.৫ মিলিমিটার, জম্মুতে ৬.৭ মিলিমিটার।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের পর জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ চড়েছে। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জম্মুতে ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের নানা অংশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফের কুণালের তোপ সুদীপকে, তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে আনলেন দুর্নীতির অভিযোগ

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): এখন তিনি আর তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র নন, সেই কুণাল ঘোষ ফের তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কোনও রকম রাখঢাক না করে সুদীপের নামে সরাসরি তোপ দেগেছেন কুণাল। সুদীপ ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে থাকাকালীন কে হাসপাতালের বিল মিটিয়েছেন, তা তদন্তসাপেক্ষ বলে মন্তব্য করেছেন কুণাল। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি এ-ও জানিয়েছেন, সুদীপ কয়লা 'দুর্নীতি'র সঙ্গে জড়িত। তা যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবিও জানিয়েছেন কুণাল।শনিবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ কুণাল লিখেছেন, "সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তাঁর হয়ে ভুবনেশ্বর অ্যাপোলো হাসপাতালের বিল মেটানোর নথি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

কারারুদ্ধ করেও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেলার লড়াই থামানো যায়নি

প্রদীপ মারিক

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচনে কেবল শ্বেতাঙ্গদের ভোট দেওয়ার অনুমতি ছিল। দানিয়েল ফ্রঁসোয়া মালানের নেতৃত্বে আফ্রিকানদের নিয়ন্ত্রিত হেরেনিজ নাসিওনালে পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করে। যেন ফ্রঁসোয়া মালানের উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গদের এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তারা আইফ্রকানার পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে ন্যাশনাল পার্টি গঠন করে। এই দলটি বর্ণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাস বর্ণবাদ সেই নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে মানুষের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হত গায়ের চামড়ার রং দেখে। সাদা চামড়ার মানুষরা যা সিদ্ধান্ত নিত বা সিদ্ধান্ত চাপাতে তা কালো চামড়ার মানুষরা মানতে বাধ্য থাকতো। এবং এটা করা হতো জোর করে। ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বর্ণবিদ্বেষ মুক্তি সনদ প্রণয়ন করেন যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মূল ভিত্তি। দিনে দিনে ম্যান্ডেলার প্রভাব আরও বাড়তে থাকলে তিনি ও তার দলের সদস্যরা সরাসরি বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে পড়েন। সেই কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের কৌশল অনুসারে বর্জন ও ধর্মঘট ডাকা। ম্যান্ডেলার বন্ধু মোজেস কোটানে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন থেকে অনুপ্রাণিত হয়, কমিউনিজমের প্রতি তার ভুল ধারণা ভাঙ্গে এবং তিনি কার্লমার্কস, লেনিন , মাও জে দঙ্গের রচনাবলী পড়তে শুরু করেন। ফলে তিনি বৈপ্লবিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্ক্সবাদী দর্শন গ্রহণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন মার্ক্সবাদ মানেই বিপ্লব। কমিউনিজম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি পরবর্তী কালে বলেন, শ্রেণিহীন সমাজের ধারণাটি তাকে আকৃষ্ট করে, যা তার কাছে ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান সংস্কৃতির সমতুল্য বলে মনে হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ম্যান্ডেলা এইচ, এম, ব্যাজনার ল ফার্মে কাজ শুরু করেন, যার মালিক ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। কাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর কারণে তিনি তার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারতেন না। মূলত মহাত্মা গান্ধীর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত অহিংস আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করে বর্ণবাদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তিনি বুঝলেন অহিংসা আন্দোলন করলে শ্বেতাঙ্গদের টনক নড়বে না। তাই তিনি সহিংস আন্দোলন গড়ে তোলেন। বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ২২ শে জুন ডারবানে এক পদযাত্রায় ম্যান্ডেলা ১০,০০০ লোকের সমাবেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং আল্প সময়ের জন্য মার্শাল স্কোয়ার কারাগারে বন্দি রাখা হয়। এই বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলন ন্যান্ডেলাকে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে খ্যাতির শিখরে এনে দেয়। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ আগস্ট পুলিশ তাকে ও সব-বিপ্লবী সেসিল উইলিয়ামসকে গ্রেফতার করে। জোহানেসবার্গের মার্শাল স্কোয়ার কারাগারে কারারুদ্ধ ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া এবং বেআইনিভাবে দেশের বাইরে যাওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর ম্যান্ডেলাকে এই দুই অভিযোগে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর দু-বছর পর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে এএনসি-র সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্বদানের অভিযোগ আনা হয় ও শাস্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে পুলিশ এএনসি-র প্রথম সারির নেতাদের ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জোহানেসবার্গের কাছের রিভোনিয়ার লিলেসলিফ ফার্ম থেকে গ্রেফতার করে। 'রিভোনিয়ার মামলা নামে খ্যাত এই মামলায় ম্যান্ডেলাকেও অভিযুক্ত করা হয়। সরকারের প্রধান আইনজীবী ডক্টর পারসি ইউটার ম্যান্ডেলাসহ এএনসি-র নেতাদের অন্তর্ঘাতের অভিযোগে অভিযুক্তক করেন। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। ম্যান্ডেলা অন্তর্ঘাতের অভিযোগ স্বীকার করে নেন। কিন্তু বিদেশি রাষ্ট্রের দালাল হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য আনা দেশদ্রোহিতার অভিযোগটি ম্যান্ডেলা অস্বীকার করেন। প্রিটোরিয়ার সুপ্রিম কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যান্ডেলা ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তারিখে তার জবানবন্দি দেন। ম্যান্ডেলা বলেন, যে বহু বছর ধরে এএনসি অহিংসা আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু শার্পভিলের গণহত্যার পর তারা অহিংস আন্দোলনের পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই গণহত্যা, কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারকে অবজ্ঞা করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং এএনসিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরে ম্যান্ডেলা ও তার সহযোদ্ধারা অন্তর্ঘাতমূলক সশস্ত্র সংগ্রামকেই বেছে নেন। তাদের মতে সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও কিছুই হত বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের নামান্তর। ম্যান্ডেলার কারাবাস শুরু হয় রবেন দ্বীপের কারাগারে। এখানে তিনি তার ২৭ বছরের কারাবাসের প্রথম ১৮ বছর কাটান। জেলে থাকার সময়ে বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতি বাড়তে থাকে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে রবেন দ্বীপের কারাগারে ম্যান্ডেলা ও তার সহবন্দিদের একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যে কারাগারে তারা থাকতো তার অবস্থা ছিল শোচনীয়। এখানে সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত বন্দিদের তালিকায় তাকে রাখা হয়েছিল। তাকে প্রতি ৬ মাসে একটিমাত্র চিঠি দেওয়া হত এবং একজনমাত্র দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হত। ম্যান্ডেলাকে লেখা চিঠি কারাগারের সেন্সার কর্মীরা অনেকদিন ধরে আটকে রাখতে। চিঠি ম্যান্ডেলার হাতে দেওয়ার আগে তার অনেক জায়গাই কালি লেপে অপাঠ্যযোগ্য করে দেওয়া হত। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বোথা পি ডব্রিউ বোথা ম্যান্ডেলাকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। শর্তটি ছিল, ম্যান্ডেলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করতে হবে। কোয়েটসিসহ অন্যান্য মন্ত্রী অবশ্য বোথার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারা মত প্রকাশ করেন যে, ম্যান্ডেলা ব্যক্তিগত কারামুক্তির লোভে পড়ে কখনই নিজের সংগঠনকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনবেন না। ম্যান্ডেলা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি তার মেয়ে জিন্দাজির মাধ্যমে একটি বিবৃতি দেন, যাতে তিনি বলেন, 'আমাকে মুক্ত করার জন্য দেওয়া এ কেমন তরো প্রস্তাব, যেখানে জনগণের সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হচ্ছে? কেবল মুক্ত মানুষই আলোচনায় বসতে পারে। বন্দিরা কখনও চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে না ১৯৯০ খ্রিষ্টব্দের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের ওফর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, ম্যান্ডেলাকে অচিরেই মুক্তি দেওয়া হবে। ভিক্তর ভার্স্টার কারাগার থেকে ম্যান্ডেলাকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। ম্যান্ডেলার কারামুক্তির ঘটনাটি সারা বিশ্ব টিভির পর্দায় উদগ্রীব হয়ে দেখেছিল। ম্যান্ডেলার কারামুক্তির ঘটনাটি সারা বিশ্ব টিভির পর্দায় উদগ্রীব হয়ে দেখেছিল। ম্যান্ডেলা বলেন, 'সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার পেছনের কারণগুলো এখনও রয়ে গিয়েছে। তাই এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনও পথ নেই। আমরা আশা করি, শান্তি আলোচনার জন্য উপযুক্ত পরিবেস অচিরেই সৃষ্টি হবে এবং আমাদের আর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না।' ম্যান্ডেলা আরও বলেন, তার মূল লক্ষ্য হল সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য শান্তি নিয়ে আসা, আর স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করা। নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন কেপ প্রদেশের থেম্বু রাজবংশের ক্যাডেট শাখায় উমতাতার নিকটবর্তী মভেজো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মে নেলসন ম্যান্ডেলা ফাউন্ডশন সমগ্র বিশ্ববাসীকে ম্যান্ডেলা দিবস পালনের আহ্বান জানায়। এই দিনটিকে তারা নেলসন ম্যান্ডেলার আদর্শে সামাজিক সেবামুলক কাজকর্মের দিন হিসেবে স্থির করেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নেলসন ম্যান্ডেলার সম্মানে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিক ভাবে 'নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস' উদযাপনের ঘোষণা করে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিনে সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। গান্ধিজি যেমন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তেমনি ম্যান্ডেলা কালো রঙের মানুষদের অধিকারের জন্য এবং জনগণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। উভয়েই সত্য অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু যখন অহিংসার কথা আসে ম্যান্ডেলার চিন্তাধারায় কিছুটা পার্থক্য ছিল। গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন যে কোনও অবস্থাতেই সহিংসতা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা সরকারের সহিংস পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সহিংসতায় বিশ্বাস করতেন, ১৯৯০-এর কলকাতায় আসেন ম্যান্ডেলা। তিনি শহরবাসীর কাছে নিছক একজন 'আইকন' ছিলেন না, তার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাতে কলকাতার মানুষ তাঁকে 'আমাদের মতো' বলে ভাবতে পেরেছিলেন। ম্যান্ডেলাই সেই ব্যক্তি,যাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টিও (এসএসিপি) 'আমাদের মতো' বলে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কার্যত তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল নিজেদের নেতা হিসেবে। ম্যান্ডেলা কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু কমিউনিস্টদের বিপ্লবকে সমর্থন করতেন। ১৯৭১ সালে আইসিসি (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ প্রধান করে ওই দেশের সরকারের বর্ণবাদ নীতির কারণে। কারণ ক্রিকেট দলটি শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ক্রিকেট খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে আইসিসি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কর্তৃক দেশ পূর্ণগঠিত হলে ১৯৯১ সালে আইসিসি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলটির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহর করে নেয়। ১৯৭১ সালের পর প্রথম বারের মতো ১০ নভেম্বর, ১৯৯১ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল। সর্ব-ধর্ম ও সর্ব ভাষার সম্প্রীতির ভারতবর্ষই পারে সকল দেশকে ভালোবেসে আপন করে নিতে। বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াকু বিশ্ব নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে ভারতবাসী আমাদের লোক হিসাবেই মনে করে। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

> **তিনি শহরবাসীর কাছে নিছক একজন 'আইকন' ছিলেন না, তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাতে কলকাতার মানুষ তাঁকে 'আমাদের মতো' বলে ভাবতে পেরেছিলেন।**

বিজ্ঞান প্রভাবিত করে ইতিহাসকে

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড মেডিসিন সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এইচআইএসটিইএম বা হিস্টেম) অতীতের এবং সমসাময়িক পর্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। ভারতের আধুনিক (এবং প্রাকআধুনিক) যুগের হিস্টেম-এর গবেষক ও চর্চাকারীরা বিগত কয়েক দশকের লেখালিখিতে প্রধানত তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের সামাজিক চরিত্র ও প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গভীরে ঢুকতে হলে তা হিস্টেম-কে বাদ দিয়ে আদৌ সম্ভব না।

সরকারি নীতির বিভিন্ন পর্যায়, জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পেশাদারিত্বের বিকাশ ও স্তরবিন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিস্তারে ভারতীয়দের এবং অ-ভারতীয়দের ভূমিকার স্বরূপ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আইন ও বিধি নিষেধের প্রচলনের কাহিনি এই ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি চিকিতাবিদ্যা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তাদের কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যথাযথ? ঔপনিবেশিক আমলকে কি ভারতে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের এবং আধুনিক ভারতের কারিগরি ও প্রযুক্তির বিকাশের খতিয়ান হিসাবে দেখাই যুক্তিযুক্ত? প্রাকব্রিটিশ পর্বের জ্ঞানজগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী রকম ছিল? উপনিবেশিক বিজ্ঞান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিয়েছিল? ভারতীয়রা কী ভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ বা বর্জন করার কথা ভেবেছিলেন? স্বাধীনতা- পরবর্তী ভারতের ক্ষেত্রেই বা এ সব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের চরিত্র এবং তাতর্য কী রকম? এই সব অনুসন্ধানের ফলে উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ কোন ভূমিকা ও কী ভাবে পালন করেছিল এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পারিপাশর্কি পরিবেশের সম্পর্কের মূল্যায়নে সমাজবিজ্ঞানীদের চর্চা অভিনবত্ব অর্জন করেছে।

ভারতে হিস্টেম-চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতজওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক দীপক কুমারের সম্মাননায় নিবেদিত, এবং বর্তমানে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দীপক কুমারের কৃতী ছাত্র সুভোব্রত সরকার সম্পাদিত এই আলোচিত গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধমালা এই বিষয়গুলোর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে পনেরোটি প্রবন্ধকে সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজ এবং মেডিক্যাল এনকাউন্টারস, এই চার ভাগে সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশের অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপের মূল্যায়ন করেছেন আলোচকরা।

উনিশ শতকের ভারতে উচ্চশিক্ষিত এলিট সমাজের একাংশের ঝোঁক ছিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে পেশাদারি বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। আবার অনেকে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চাকে দেশীয় ভাষায় প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার। প্রথম অংশের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের মেটেরিয়া মেডিকা-র অধ্যাপক, চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর পাঠ লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া প্রথম ভারতীয়, ডারউইনের ছাত্র ও প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্টগ্রান্টের প্রিয় ছাত্র সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন জন ম্যাথু।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বাংলার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহারাষ্ট্রের বালাজি প্রভাকর মোদক। এঁদের অবদানের বিশিষ্টতাকে তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন যথাক্রমে শান্তনু চক্রবর্তী ও অভিধা ধুমটকর। শিজু শ্যাম ভারুগিস তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন স্বাধীনতার-পরবর্তী সময়ে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান কী ভাবে পপুলার সায়েন্স মুভমেন্ট-এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান চর্চার গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। "প্রযুক্তির ইতিহাস" শিরোনামাঙ্কিত দ্বিতীয় ভাগে ওয়াই শ্রীনিবাস রাও মাদ্রাজে বিদ্যুতের আগমন ও তার সঙ্গে নগরায়ণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে ১৮৯৫ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বিদ্যুতবিলাসিতা থেকে প্রয়োজন হয়ে উঠল। সুভোব্রত সরকার তাঁর প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ভারতের "এলিট" সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান আয়ত্ত ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জায়গায় আমেরিকার সুপারপাওয়ার হিসাবে উত্থান, জিয়োলজিক্যাল সার্ভে-র ভূমিকা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে কপিল সুব্রহ্মণ্যম আলোচনা করেছেন কী ভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের সেচক্ষেত্রে নলকূপের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সবুজ বিপ্লবকেও তা কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীনতার পরে ভারতে খনিজ তেলের ব্যবহারের বিবর্তনের ক্ষেত্রে রণভূমি থেকে মানুষের ঘরে ঘরে তার প্রয়োজন ব্যাপকতা লাভ করার ইতিহাসের অনুসন্ধান করেছেন শরন্ধ্যা জৈন। চতুর্থ অংশে সাহারা আহমেদ মোটামুটি ভাবে ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে বাংলায় খনিজ শিল্পের বিকাশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক তাতর্যের পাশাপাশি পরিবেশের উপরে তার প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান করেছেন। হিমাংশু উপাধ্যায় পশুচারণভূমি নিয়ে সরকারি নীতি ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ, ও নির্মল মাহাতো ১৮৯০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত পুরুলিয়ার পরিবেশের অবনতির বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ অংশের অন্তর্গত জয়ন্ত ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে লিয়ো টলস্টয়-এর উপন্যাস দ্য ডেথ অব ইভান ইলিচ-এর প্রসঙ্গের উল্লেখ করে শরীর, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিক ও নৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আয়ুর্বেদ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈশ্বর রাও তাঁর প্রবন্ধে বিশ শতকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধ্রুব কুমার সিংহ হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের সামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। শেষ প্রবন্ধকার রাধা গায়েত্রী দিল্লির সেন্ট স্টিফেন সকে মূল কেন্দ্র করে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদানের উপরে আলোকপাত করেছেন।

তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ, গবেষণাধর্মী, সুলিখিত প্রবন্ধগুলি হিস্টেম-চর্চায় নতুন ভাবনাচিন্তার রসদ জোগাবে। বিষয়ের অভিনবত্ব ও বহুমাত্রিকতা এই বইয়ের প্রশংসনীয় সম্পদ। বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি এই বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সম্পাদকের সুচিন্তিত মূল্যবান ভূমিকা বইটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। সূর্যকুমার গুডিভ সম্পর্কিত প্রবন্ধ চিকিতা বিষয়ক অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যেত কি না এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তার ফলে বইয়ের সামগ্রিক মান কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ কথা বলা চলে না। দীপক কুমারের মতে, দু'টি পৃথক সংস্কৃতির (সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ) যদি "এপিস্টেমোলজিক্যাল রিইউনিফিকেশন" করার প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিতাবিদ্যার ইতিহাস সেতু হিসাবে কাজ করবে। এই কথাকে স্বীকার করে নিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধিতু পাঠক, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাসের চিন্তক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক এবং সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য এই বই আকর্ষণীয় একটি প্রকাশনা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রেল সংযোগ বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুটি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করল

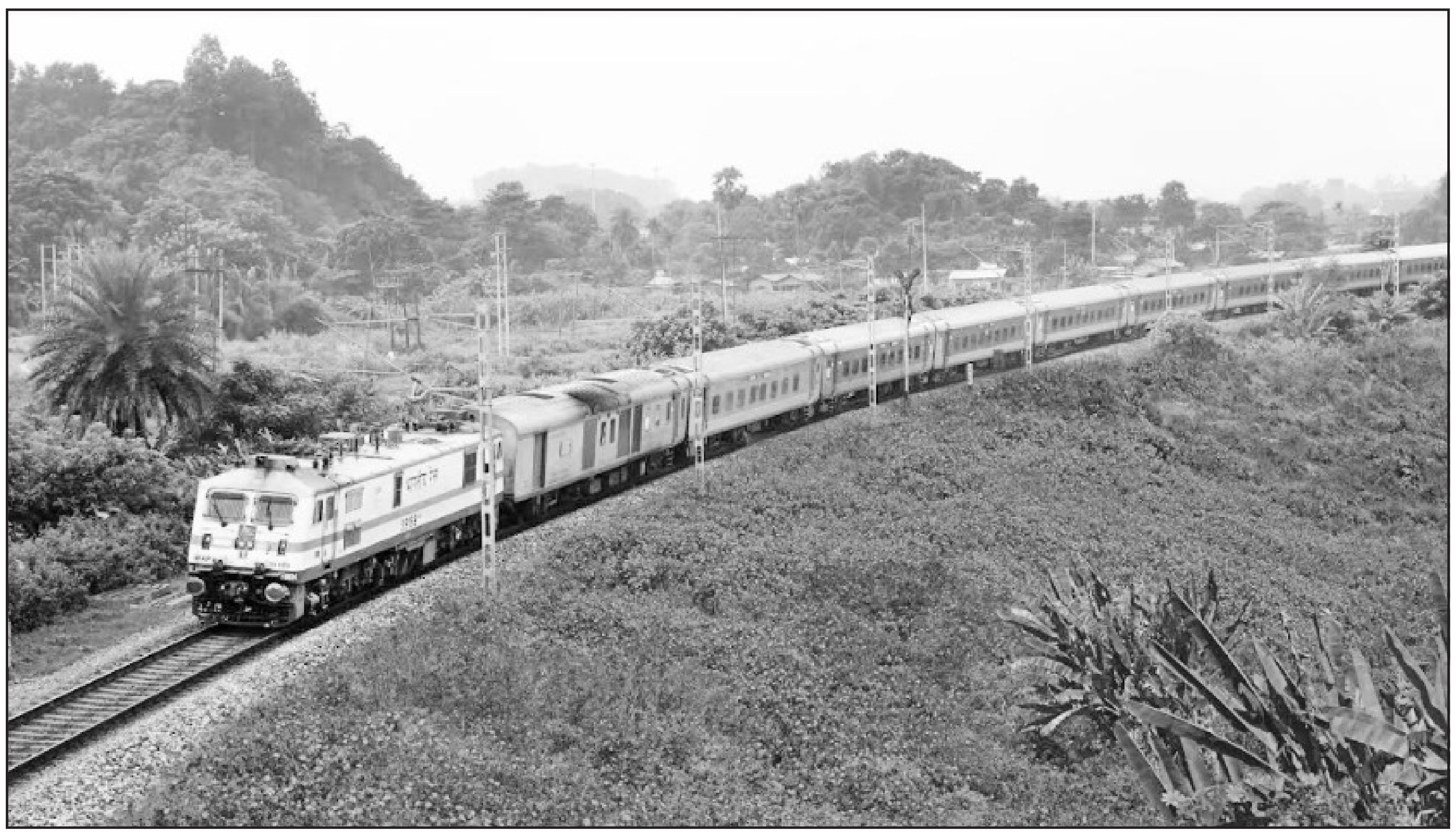

মালিগাঁও, ০৩ মার্চ, ২০২৪: রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যোগবাণী-শিলিগুড়ি টাউন এবং ডিব্রুগড়-দেওঘরের মধ্যে দুটি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করল। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির মধ্যে ট্রেন নং. ১৫৭২৩/১৫৭২৪ (যোগবাণী - শিলিগুড়ি টাউন-যোগবাণী) সপ্তাহে পাঁচদিন এবং ট্রেন নং. ১৫৯২৬/১৫৯২৫ (ডিব্রুগড়-দেওঘর-ডিব্রুগড়) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলাচল করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ০২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে যোগবাণী থেকে শিলিগুড়ি টাউন পর্যন্ত ট্রেন সংযোগটি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে সংযোগ উন্নত করবে এবং ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। এই ট্রেনগুলির দৈনিক পরিষেবা নীচের বর্ণনা অনুযায়ী হবে।

ট্রেন নং. ১৫৭২৩ (যোগবাণী-শিলিগুড়ি টাউন) এক্সপ্রেস যোগবাণী থেকে ০৫.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ১৩.৩০ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি টাউন পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৫৭২৪ (শিলিগুড়ি টাউন-যোগবাণী) এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি টাউন থেকে ১৬.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ০০.১৫ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে।এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার চলাচল করবে এবং ০৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে যাত্রা শুরু হবে। এই ট্রেনগুলি উভয় দিক থেকে ফরবেসগঞ্জ, আরারিয়া, পুর্নিয়া জংশন, কাটিহার জংশন, সালমারি, বারসোই জংশন, ডালখোলা, কিষানগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ঠাকুরগঞ্জ, বাগডোগরা এবং শিলিগুড়ি জংশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য বারোটি সেকেন্ড ক্লাস, তিনটি চেয়ার কার এবং একটি এসি চেয়ার কার কোচ থাকবে।

একইভাবে, ট্রেন নং. ১৫৯২৬ (ডিব্রুগড়-দেওঘর) এক্সপ্রেস ডিব্রুগড় থেকে ২৩.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে, যা কার্যকর হবে ০৫ মার্চ, ২০২৪ (মঙ্গলবার) তারিখে এবং বৃহস্পতিবার ০৬.০০ ঘণ্টায় দেওঘর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৫৯২৫ (দেওঘর-ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস দেওঘর থেকে ২০.০৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে, যা কার্যকর হবে ০৭ মার্চ, ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) তারিখে এবং পরের দিন ২৩.০০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলি যাত্রার সময় উভয় দিক থেকে ধেমাজি, নর্থ লখিমপুর, হারমতি, বিশ্বনাথ চারআলি, রাঙাপাড়া নর্থ, ওদালগুড়ি, রঙিয়া জংশন, নলবাড়ি, বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, বারসোই জংশন, কাটিহার জংশন, খাগারিয়া জংশন, ভাগলপুর এবং মোহনপুর হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য দুটি এসি ২-টিয়ার, ছয়টি এসি ৩-টিয়ার, সাতটি স্লিপার ক্লাস, চারটি সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

যোগবাণী ও শিলিগুড়ি টাউনের মধ্যে এই নতুন ট্রেন পরিষেবাগুলি উত্তর বঙ্গ এবং বিহার অঞ্চলের জনগণকে উপকৃত করবে। একইভাবে, ডিব্রুগড় ও দেওঘরের মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবাগুলি ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের জনগণকে যথেষ্ট উপকৃত করবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

২১ দফা দাবিতে আন্দোলনে আশা কর্মীরা, পোলিও কর্মসূচি পালন করলেন অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা

ক্যানিং, ৩ মার্চ (হি.স.): মাসিক ভাতা বৃদ্ধি, বকেয়া ইন্সেন্টিভ, অতিরিক্ত কাজের উপযুক্ত ভাতা সহ ২১ দফা দাবিতে গত ১ মার্চ থেকে রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতি পালন করছেন প্রায় ৬০ হাজার আশা কর্মী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়েও ৫ হাজারের বেশি আশা কর্মী এই কর্মবিরতি পালন করছেন। আশা কর্মীদের কর্মবিরতি চলায় রবিবার পালস পোলিও কর্মসূচি বাধা প্রাপ্ত হয়েছে বলে দাবি আশা কর্মীদের। যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মুক্তিসাধন মাইতি।নিজেদের দাবি পূরণ না হলে লাগাতার তাঁরা কর্মবিরতি পালন করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন আশাকর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের তরফ থেকে এ বিষয়ে স্বাস্থ্যভবন থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে তাঁরা লিখিত ভাবেই জানিয়েছিলেন। গত ১ মার্চ থেকে নিজেদের দাবিতে ঘোষিত কর্মসূচি পালন করতে শুরু করেন আশাকর্মীরা। ফলে ৩ মার্চ পালস পোলিও-র মত জাতীয় কর্মসূচি থাকলেও তাতে কোনও আশাকর্মীই অংশগ্রহণ করেননি। আশাকর্মীরা পোলিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন না তা আগেই বুঝেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতর। আর সেই কারণে আগে ভাগেই এ কাজে জেলার অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের কাজে নামান তাঁরা। প্রথম এএনএম, দ্বিতীয় এএনএম সহ অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের রবিবার সকাল থেকেই নিযুক্ত করা হয় এই পোলিও কর্মসুচিতে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, " আশাকর্মীরা পোলিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করায় কোন অসুবিধাই হয়নি। আমরা আগে থেকেই অঙ্গনওয়ারী কর্মী সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য কর্মীদের এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।" যদিও স্বাস্থ্য আধিকারিকের এই যুক্তি মানতে নারাজ আশাকর্মীরা। তাঁদের দাবি, বেশিরভাগ জায়গাতেই মুখ থুবড়ে পড়েছে পোলিও কর্মসূচি। অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা বেশিরভাগ জায়গাতেই এদিন কাজ করেননি। ক্যানিং ১ ব্লকের আশাকর্মী শ্রাবন্তি বিশ্বাস, অনিমা পাত্র, মধুমিতা মন্ডলরা বলেন, " আমাদেরকে দিয়ে সমস্ত কাজ করানো হয়, কিন্তু আমাদের সরকারি স্বীকৃতি সরকার দেয়নি আজও। উপযুক্ত পারিশ্রমিকও আমরা পাইনা। তাই ২১ দফা দাবিতে আমাদের এই কর্মবিরতি চলছে। আমরা পোলিও কর্মসুচিতে যোগ না দেওয়ায় ঠিকমত সেই কর্মসূচি আলিত হয়নি।"

৩ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, জয়নগর সহ বহু ব্লকেই আশাকর্মীরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন, মহকুমা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। জয়নগরে কুলপি রোড অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইমসাতারা খাতুন বলেন, " এটা আমাদের হকের লড়াই। দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমাদেরকে দিয়ে যা কাজ করানো হয় তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমরা পাইনা। আমাদেরকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়না। আর তাই নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।" কিন্তু পোলিওর মত জাতীয় কর্মসূচি বন্ধ করে আন্দোলনের যৌক্তিকতা কতটা? এই প্রশ্নের উত্তরে ইসমাতারা বলেন, " আমাদের এই কর্মসূচি পূর্ব ঘোষিত। আমরা ১লা মার্চ থেকে কর্মসূচি পালন করছি। পোলিও প্রোগ্রাম তার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আমরা ইচ্ছে করে এটা বন্ধ করিনি। সরকার আমাদের দাবি মেনে নিলে আমরা সকলে আবার আগের মতই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

বাঘে আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালো তৃণমূল, তুলে দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য

ঝড়খালি, ৩ মার্চ (হি.স.): সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালি এলাকার একাধিক মৎস্যজীবী সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হাসমলার শিকার হয়েছেন। খুব সম্প্রতি প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন মৎস্যজীবী। রবিবার সেই তিন মৎস্যজীবীর পরিবারের সাথে দেখা করলেন রাজ্য তৃণমূলের নমশুদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ বিশ্বাস। সাথে ছিলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কৈলাস বিশ্বাস, বাসন্তী ব্লক তৃণমূলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান গাজী, ঝড়খালি অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি বিধান বায়েন, উপপ্রধান দিলিপ মন্ডল সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।

গত রবিবার সুন্দরবনের পীরখালির জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়েছিলেন ঝড়খালির ত্রিদিব নগরের বাসিন্দা হরিপদ দাস।

সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই করে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি হরিপদকে। এদিন হরিপদর পরিবারের পাশে দাঁড়ালো তৃণমূল। আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে। হরিপদ ছাড়াও ঝড়খালির আরও দুই বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সাথে দেখা করে তাঁদেরকেও আর্থিক সাহায্য ও পাশে থাকার বার্তা দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ভোলানাথ বিশ্বাস বলেন, " বছরের পর বছর ধরে এই নদী লাগোয়া মানুষগুলো জঙ্গল, নদীর উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। সেই কাজ করতে গিয়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের তাড়া খেয়ে মৎস্যজীবীরা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লে বিপদের সম্মুখীন হন। আমরা এই পরিবারগুলির পাশে আছি।"

কেতুগ্রামের মাঝিনা মাঠের ব্যাগ ভর্তি তাজা উদ্ধার বোমা নিষ্ক্রিয় করা হল

পূর্ব বর্ধমান, ৩ মার্চ (হি.স): পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কেতুগ্রামের মাঝিনা মাঠে দুটি ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছিল গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি। রবিবার নিষ্ক্রিয় করলো বোমস্কোয়ার্ড। উদ্ধার ,হওয়া বোমাগুলো, কে বা কারা রেখেছে তার তদন্ত করছে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে খবর দেওয়া হয়ে ছিল দুর্গাপুর বম্ব স্কোয়াডক আজ বোমাগুলিকে ফাটানো হলো ওখানে উপস্থিত ছিল ফায়ার ব্রিগেড মেডিকেল টিম ও প্রচুর পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। বোমা উদ্ধারের ঘটনা কেতুগ্রামে নতুন কিছু নয়। তবে বোমা উদ্ধার হওয়ার পর থেকে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যে ভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তাতে খুশি গ্রাম বাসীরা। পুলিশের কাজের সাধুবাদ জানিয়েছেন তারা। একই সঙ্গে তাদের বক্তব্য প্রশাসন সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে বড়সর দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

আসাম খেল মহারণে স্বর্ণপদক জয় জাগিরোড-কন্যা সংগীতার

গুয়াহাটি, ৩ মার্চ (হি.স.) : আসাম খেল মহারণে ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করেছে মরিগাঁওয় জেলার মেয়ে সংগীতা বরদলৈ।

অসমের উদীয়মান ক্রীড়াবিদ মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত জাগিরোডের মেয়ে সংগীতা বরদলৈ কোকরাঝাড়ে অনুষ্ঠিত আসাম খেল মহারণের রাজ্য স্তরের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছে।

সংগীতা অসমের প্রখ্যাত অ্যাথলিট মিন বরদলৈয়ের মেয়ে। আসাম খেল মহারণের রাজ্য স্তরের অ্যাথলেটিক্স টুর্নামেন্টে স্বর্ণপদক জয়ের জন্য ক্রীড়াবিদ সংগীতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মরিগাঁওয়ের জেলাশাসক দেবাশিস শর্মা।

দলের জন্য অনুদান চাইলেন নরেন্দ্র মোদী, চাওয়ার কারণ জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে নিজ দল বিজেপির জন্য অনুদান চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তা-ই নয়, তিনি নিজে কত টাকা অনুদান দিয়েছেন সেটাও জানান প্রধানমন্ত্রী।

সেই সঙ্গে এও বলেন কেন অনুদান চাইছেন তিনি।

তাঁর দাবি, 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার জন্য বিজেপি দলের উদ্যোগকে শক্তিশালী করতেই গোটা দেশের মানুষের এগিয়ে আসা উচিত।

রবিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বিজেপিতে 'অনুদান' দেওয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি লেখেন, "বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে বিজেপিতে আমার অবদান রাখতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।"

এখানেই থেমে থাকেননি মোদী। এর পরই দেশবাসীর কাছে আর্জি জানান, যাতে সকলে 'নমো' অ্যাপের মাধ্যমে 'দেশ গঠনের কাজে' সাহায্য করেন। প্রধানমন্ত্রী এও জানান তিনি কত টাকা দিয়েছেন। বিজেপির হয়ে ২০০০ টাকা অনুদান দেন মোদী।

বিজেপিকে সরিয়ে "আইএনডিআই" জোট সরকার গঠন করবে : রাহুল গান্ধী

পাটনা, ৩ মার্চ (হি.স.) : বিজেপিকে সরিয়ে "আইএনডিআই" জোট সরকার গঠন করবে, রবিবার এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন পাটনার গান্ধী ময়দানে মহাজোটের জন বিশ্বাস সমাবেশে একথা বলেন রাহুল গান্ধী। রবিবার রাহুল গান্ধী পাটনার গান্ধী ময়দানে মহাজোটের জন বিশ্বাস সমাবেশে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি দাবি করেছেন যে দেশ থেকে বিজেপিকে হাটিয়ে দিয়ে "আইএনডিআই" জোট সরকার গঠন করবে। তিনি আরও বলেন, যখনই দেশে পরিবর্তন হয়, ঝড় শুরু হয় সবই হয় এই বিহার থেকে এবং এখান থেকে ঝড় চলে যায় দেশের অন্যান্য রাজ্যে। বিহার দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং পরিবর্তন শুধুমাত্র বিহার থেকেই শুরু হয়। দেশে আজ মতাদর্শের লড়াই চলছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন যে দেশের নাগরিকদের হৃদয়ে কোনও বিদ্বেষ নেই, তবে একে অপরের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। এই অবস্থায় এদেশে কেন বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুব সম্প্রদায় ও কৃষকদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারও হচ্ছে। ভারতে চল্লিশ বছর ধরে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। রাহুল গান্ধী জানান যে আগে দরিদ্ররা সরকারী ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতেন। সরকারী চাকরিও দেওয়া হতো তাদের। যেমন তেজস্বী বিহারে করেছিলেন এবং আমাদের সরকার ছত্তিশগড়ে করেছিলেন কিন্তু কেন্দ্র এই সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

জিআই ট্যাগ লাভ মাজুলির ঐতিহ্যবাহী মুখোশ ও অঙ্কিত পাণ্ডুলিপি

গুয়াহাটি, ৩ মার্চ (হি.স.) : জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিক্যাশন (জিআই) ট্যাগ লাভ করেছে মাজুলির ঐতিহ্যবাহী মুখোশ ও অঙ্কিত পাণ্ডুলিপি।

মুখোশ তৈরি এবং পাণ্ডুলিপি চিত্রকলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পের জন্য বিখ্যাত মাজুলি। এই দুই শিল্প ভারত সরকার কর্তৃক জিআই ট্যাগ পেয়েছে। কঠোর ধারা মূল্যায়নের পর ভারত সরকার এই স্বীকৃতি দিয়েছে।

মুখোশ তৈরি বা মুখশিল্প মাজুলির সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত একটি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প। নৈপুণ্যটি মধ্যযুগের, যখন অসমের আধ্যাত্মিকগুরু, বৈষ্ণবীয় আচার-অুষ্ঠানের প্রবর্তক মহপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব তাঁর শিক্ষাগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুখোশ তৈরি সহ বিভিন্ন শিল্পের অবতারণা করেছিলেন।

মহপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব প্রচলিত মুখোশগুলি ওই অঞ্চলের অনন্য সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কৃতিকে মূর্ত করে এবং স্থানীয় উপকরণের বহুমুখীতা প্রদর্শন করে।

এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণের মতো হিন্দু মহাকাব্যের কাহিনি অবলম্বনে রচিত পাণ্ডুলিপি আঁকা মাজুলির আরেকটি বিখ্যাত শিল্পকলা। এই অঙ্কনগুলি মূলত ভগবান কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গর্গায়ন লিপি, কাইথাল এবং বামুনিয়া এই অঞ্চলের তিনটি জনপ্রিয় পাণ্ডুলিপি রচনাশৈলী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছেন : ওম বিড়লা

জয়পুর, ৩ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতি ও প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। বললেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রবিবার রাজস্থানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস এই গণতন্ত্রে নতুন অধ্যায় লিখবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছেন।'

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর তার নীতি ও প্রকল্পের মাধ্যমে, দরিদ্র মানুষের জীবন এবং পরিকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন সাক্ষী হয়েছে।'

পরপর বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, ৯ মার্চ শিলিগুড়ি আসার কথা মোদীর

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): ইতিমধ্যেই বঙ্গ সফর শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরামবাগ ও কৃষ্ণনগর জনসভা করেছেন মোদী, ৬ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে সভা মোদীর। বুধবারের পর শনিবার ফের রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বার তাঁর গন্তব্য উত্তরবঙ্গ। ৯ মার্চ সরকারি কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি যেতে পারেন তিনি। মার্চ মাসে মোদীর চতুর্থ রাজ্য সফর নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে, তাতে ৯ মার্চ শিলিগুড়িতে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া ছাড়াও ওই দিন সেখানে একটি জনসভা করবেন তিনি।"

শিলিগুড়িতেও কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন তিনি। কিছু উপভোক্তার হাতে তুলে দেবেন সরকারি পরিষেবা। আগামী বুধবার বারাসতে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সুকান্ত জানিয়েছেন, মঙ্গলবারই কলকাতায় চলে আসবেন মোদী। রাত্রিবাস করবেন রাজভবনে। বুধবার বারাসতে দলীয় সভায় বক্তৃতা করবেন তিনি। তা ছাড়াও ওই দিন গঙ্গার নীচ দিয়ে যাওয়া মেট্রোপথের উদ্বোধন করবেন মোদী।

ধরমশালা টেস্ট শুরুর আগে ভারতীয় টিমের জন্য বিরাট সুখবর

দুবাই, ৩ মার্চ (হি.স.) : ধরমশালা টেস্টের আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আপডেটেড পয়েন্ট টেবলের শীর্ষ স্থানে উঠে পড়ল রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। রবিবার ওয়েলিংটন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া জেতার পরই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে পৌঁছে গেল ভারত। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে এখন পর্যন্ত ৮টি টেস্ট খেলেছে ভারত। তাতে ভারত জিতেছে ৫টি ম্যাচ, হার ২টি ও ড্র ১টি। এবারের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১১টি ম্যাচ খেলেছে

২০২৬—এর মধ্যে সম্পূর্ণ হবে শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের কাজ : নির্মাণ সংস্থা

হাফলং (অসম), ৩ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবার করিমগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে বরাক উপত্যকার মানুষ হাফলং হয়ে মহাসড়ক দিয়ে গুয়াহাটি যেতে পারবেন। আর আজ একই কথা শোনালেন বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার চারলেন সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত শশী ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের প্রজেক্ট ম্যানেজার শ্যামসুন্দর রেড্ডি।

ডিমা হাসাও জেলার নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৪৯ কিলোমিটার ও বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার চার লেন সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে হাফলং থেকে শিলচর পৌঁছতে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে জানিয়ে শ্যামসুন্দর রেড্ডি বলেন, বর্তমানে যে গতিতে সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে, এতে ২০২৬ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাছাড় জেলার বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজও মার্চের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নির্মান সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার রেড্ডি জানান, আগামী মাসে বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত এই চারলেন সড়কের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-কে হস্তান্তর করা হবে। বলেন, এই প্রকল্প তার কাছে অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার সহযোগিতায় আজ এই চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া তৎকালীন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এবং বরাক উপত্যকার বিধায়করা অনেক সহযোগিতা করেছেন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রথমে বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া অংশের দৈর্ঘ্য ছিল ৩১ কিলোমিটার। কিন্তু এই প্রকল্পে নতুন ডিজাইন অনুমোদন পাওয়ার পর দৈর্ঘ্য কমে ২৬ কিলোমিটার হয়েছে। এই ২৬ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে মোট ২৮টি সেতু। এর মধ্যে চারটি সেতুর দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। বাকিগুলির দৈর্ঘ্য ৭০, ৮০ এবং ৪০ মিটার।

শ্যামসুন্দর রেড্ডি বলেন, বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁদের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক সমস্যা, বৃষ্টি, তার ওপর করোনা, ২০২২ সালের ভীষণ ভূমিধস। ভূমিধসের পর প্রায় আট মাস কাজ বন্ধ ছিল। কাজের অগ্রগতি ছিল শূন্য শতাংশ। তাছাড়া বর্ষার সময় প্রায় পাঁচ মাস কাজ বন্ধ রাখতে হতো। হাতেগোনা মাত্র পাঁচ বা ছয় মাস কাজ করা সম্ভব হত।

প্রজেক্ট ম্যানেজার বলেন, তিনি যখন এই প্রকল্পের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তখন বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া যেতে সময় লাগত তিন ঘণ্টা। আর এখন বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পৌঁছতে ৪৫ মিনিট সময় লাগে। বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার অংশের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর্ষার মরশুমে ভূমিধসের সমস্যা থাকবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্যামসুন্দর রেড্ডি বলেন, এখন আর বর্ষার মরশুমে ভূমিধসের তেমন সমস্যা থাকবে না। কারণ ধস রোধ করতে নতুন ডিজাইনে অনেক জায়গায় পাইলিংয়ের কাজ ও পিএসসি গার্ডারের কাজ করার পাশাপাশি বিদেশি পদ্ধতি অবলম্বর করে ভূমিধস রোধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়ে প্রজেক্ট ম্যানেজার শ্যামসুন্দর রেড্ডি বলেন, আগামী মাসে ওই ২৬ কিলোমিটার অংশ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হবে। তবে ওই ২৬ কিলোমিটার অংশ মেরামতির দায়িত্ব চার বছর থাকবে শশী ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণ সংস্থার কাছে।

তাই বর্ষার মরশুমে সমস্যার সৃষ্টি হবে না বলে জানিয়েছেন নির্মাণ সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার বলেন, প্রথমে এই ২৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজের জন্য ধার্য করা হয়েছিল ৫১৯ কোটি টাকা। তবে নতুন করে এই প্রকল্পের জন্য ৬৬১ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া অংশ পর্যন্ত চারলেন সড়কের ব্ল্যাকটপিংয়ের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। কয়েকটি সেতুর অংশে ব্ল্যাকটপিংয়ের কাজ বাকি রয়েছে। এ মাসের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, জানান শ্যামসুন্দর রেড্ডি।

উল্লেখ্য, শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণের কাজ রাজ্যের অন্যান্য অংশে শেষ হলেও ডিমা হাসাও জেলার নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও এবং বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া অংশের কাজ বাকি পড়েছিল। তবে বর্তমানে বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার অংশের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৪৯ কিলোমিটার অংশের কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। এই অংশের কাজের দায়িত্বে রয়েছে গুজরাটের দীনেশচন্দ্র আর আগরওয়াল ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড নামের নির্মাণ সংস্থা।

এদিকে নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও এবং বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া অংশের কাজ যেভাবে এগিয়ে চলছে এতে বরাক উপত্যকা সহ ডিমা হাসাওবাসীর জন্য এক আশার আলো নিয়ে এসেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কমলালেবুর পোলাও

রেস্তরাঁয় গিয়ে খাবার মেনু দেখার প্রয়োজন পড়ে না। অর্ডার দেওয়ার সময়ে বিরিয়ানির পাল্লাই ঝুঁকে থাকে। কিন্তু অতিথি, বন্ধুরা বাড়িতে এলে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেই ভাল লাগে। তাই পোলাও রাঁধবেন বলে ঠিক করেছেন। সেই একঘেয়ে বাসন্তী বা খুসকা পোলাও না-ই বা করলেন। সাধারণ পোলাও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে কমলালেবুর গুণে।

বানিয়ে ফেলতে পারেন কমলা পোলাও। সঙ্গে যদি মুরগি, খাসি কিংবা চিংড়ি থাকে, তা হলে আর কথা নেই! রইল রেসিপি।

উপকরণ:

গোবিন্দভোগ চাল: ২ কাপ
কমলালেবুর রস: এক কাপ
খোয়া ক্ষীর: ২ টেবিল চামচ
কাঠবাদাম: ৪-৫টি
কাজুবাদাম: ১০টি
কিশমিশ: ১০টি
চিনি: আধ কাপ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
ছোট এলাচ: ৪টি
লবঙ্গ: ৪টি
ঘি: ৪ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) প্রথমে চাল ভাল করে ধুয়ে নিন। তার পর আবার বেশ খানিকটা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন।

২) এ বার কড়াইতে বেশ কিছুটা ঘি দিয়ে কাঠবাদাম, কাজুবাদাম এবং কিশমিশগুলো ভেজে তুলে রাখুন।

৩) ওই ঘিয়ের মধ্যেই গোটা গরম মশলা দিয়ে দিন। গন্ধ বার হলে ভেজানো চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন।

৪) ভাজা হলে সামান্য নুন, চিনি এবং ৪ কাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন। মনে রাখবেন জলের মাপ সব সময়ে চালের দ্বিগুণ হবে।

৫) চাল সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে কমলালেবুর রস, খোয়া ক্ষীর, ভেজে রাখা কিশমিশ এবং বাদামগুলো দিয়ে দিন।

৬) কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে মিনিট দশেক ঢেকে রাখতে হবে।

৭) জল শুকিয়ে এলে এবং পোলাওয়ের চাল ঝরঝরে হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। চাইলে উপর থেকে কমলালেবুর কোয়া দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারেন।

কড়াইশুঁটি ভাল রাখতে হলে কি কি করতে হবে

ভরা গরমে যদি কড়াইশুঁটির কচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে, কী করবেন? এ তো খুব সহজ। বাজারে টাটকা কড়াইশুঁটি না পেলে দোকান থেকে হিমায়িত কড়াইশুঁটির প্যাকেট কিনে আনবেন। তবে এই ধরনের প্যাকেটজাত সব্জি বেশি খাওয়া মোটেও ভাল নয়। পুষ্টিবিদ এবং নেটপ্রভাবী লিমা মহাজন বলেন, ‘‘সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে কোনও রকম রাসায়নিক ছাড়াই এক বছর পর্যন্ত কড়াইশুঁটি ফ্রিজে রাখা যায়।’’ নিজের সমাজমাধ্যমে সেই পদ্ধতিও পোস্ট করেছেন তিনি।

কড়াইশুঁটি দীর্ঘ দিন ভাল রাখতে গেলে কী করতে হবে? ১) প্রথমে কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। ২) এ বার ফুটন্ত জলে সামান্য নুন এবং চিনি দিয়ে দিন। এ বার ওই জলের মধ্যে শুঁটিগুলো দিয়ে দিন। ৩) সেদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। মিনিট দুয়েক নাড়াচাড়া করেই নামিয়ে ফেলুন। ৪) ফুটন্ত জল থেকে ছেঁকে নিয়ে শুঁটিগুলো বরফ দেওয়া ঠান্ডা জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন।

৫) ভেজানো কড়াইশুঁটি ভাল করে শুকিয়ে, বায়ুরোধী পাত্রে ভরে রাখতে হবে।

৬) এই ভাবে ফ্রিজে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কড়াইশুঁটি রাখা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কড়াইশুঁটির গায়ে যেন একটুও জল না থাকে। তবে দীর্ঘ দিন কড়াইশুঁটি ভাল রাখতে আরও কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১) বাজার থেকে কড়াইশুটি কেনার সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। শুঁটি যত টাটকা হবে সংরক্ষণ করাও তত সহজ হবে। ২) রাসায়নিক ছাড়া কোনও জিনিস সংরক্ষণ করা কঠিন। তবে অসাধ্য নয়। সঠিক পদ্ধতি মেনে, সঠিক তাপমাত্রায় শুঁটি রাখলে তা দীর্ঘ পর্যন্ত ভাল থাকে। ৩) কড়াইশুঁটি ভাল রাখতে হলে ধোয়ার পর সঠিক ভাবে তা শুকিয়ে নিতে হবে। জল লাগলে যে কোনও পচনশীল জিনিসই তাড়াতাড়ি পচে যায়।

অফিসের অনলাইন মিটিং থেকে শুরু করে রাতের ঘুম পর্যন্ত ভরসা হেডফোন

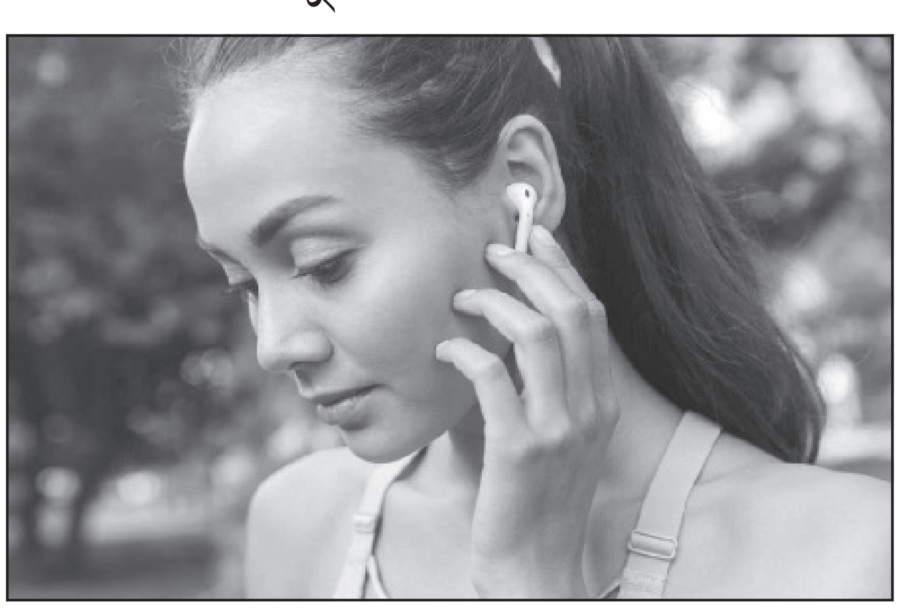

অফিসের অনলাইন মিটিং থেকে রাতের ঘুমপাড়ানি গান সবেতেই ভরসা হেডফোন। রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে, যেখানে ইচ্ছে কানে ইয়ারফোন গুঁজে কাটিয়ে দেওয়া যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা। দীর্ঘ ক্ষণ কানে এই যন্ত্রটি গুঁজে রাখলে কর্ণকুহরে ময়লা জমতে পারে। তাই স্নান করার আগে কিংবা পরে নিয়মিত কান পরিষ্কার করেন।

কিন্তু ইয়ারফোনে যে দু’’টি প্লাগ রয়েছে, সেগুলি পরিষ্কার করার কথা কিছুতেই মনে থাকে না। চিকিৎসকেরা বলছেন, একটানা কানে হেডফোন গুঁজে কিংবা নির্দিষ্ট শব্দমাত্রার চেয়ে জোরে গান শুনলে যে শ্রবণযন্ত্রটি বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, সে সম্পর্কে অনেকেই জানেন। কিন্তু ইয়ারফোনে জমা নোংরা থেকেও যে একই রকম ভাবে বিপদ হতে পারে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। তাই কানের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারফোন নিয়মিত পরিষ্কার করাও জরুরি। নিয়মিত ইয়ারফোন পরিষ্কার না করলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে? কানের মধ্যে জমা নোংরা ইয়ারফোন বা প্লাগের খাঁজে জমতে থাকে। সেখানেই বাসা বাঁধে ব্যাক্টেরিয়া। সেই যন্ত্র আবার কানে গুঁজলে সেখান থেকে কানে সংক্রমণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার, একটি ইয়ারফোন অনেকে ব্যবহার করলেও সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে এই ধরনের ইয়ারফোন ব্যবহার করলে কর্ণকুহরে অতি সূক্ষ্ম জীবাণুরা বাসা বাঁধে। কানের মধ্যে তরল জমতে শুরু করে। ব্যথা, যন্ত্রণা তো বটেই পরবর্তী কালে তা পাকাপাকি ভাবে শ্রবণশক্তি নষ্ট করে দিতে পারে।

ইয়ারফোন থেকে সংক্রমণ শুধু কান নয়, ত্বক পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। নাক, কান এবং গলার চিকিতকেরা বলছেন, অপরিষ্কার ইয়ারফোন থেকে এমন অবস্থা হয় যে, শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তাই প্রতি বার এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার আগে এবং পরে শুকনো সুতির কাপড় দিয়ে তা ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নোংরা জমা ইয়ারফোন যাতে কোনও ভাবেই কানের গভীরে প্রবেশ না করে, সে দিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

ট্যাংরা মাছের ঝাল

মাছ খেতে ভালবাসেন। তাই বাড়িতে প্রায় রোজই নানা রকমের মাছ আসে। রুই, কাতলা তো বটেই স্বাদ বদল করতে ট্যাংরা, ভেটকি, পমফ্রেট কিংবা চিংড়িও ঢুকে পড়ে বাজারের থলিতে। রোজ মাছের একই রকম পদ খেতে কি আর ভাল লাগে? তাই সাধারণ ঝাল না রেঁধে ফেলুন অতি পরিচিত একটি পদ ট্যাংরা মাছের রসা। কী ভাবে রাঁধবেন?

রইল তার প্রণালী।

উপকরণ:

ট্যাংরা মাছ: ৫০০ গ্রাম
টোম্যাটো কুচি: ১ কাপ
আদা বাটা: ১ চা চামচ
কালো জিরে: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৬ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
ধনে পাতা: আধ কাপ
কাঁচা লঙ্কা: ৩-৪টি

প্রণালী:

১) ট্যাংরা মাছের গা ভাল করে পরিষ্কার করে নিন।

২) এ বার নুন, হলুদ মাখিয়ে রেখে দিন ঘণ্টাখানেক।

৩) কড়াইতে তেল গরমে হলে মাছগুলো ভেজে তুলে রাখুন।

৪) ওই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিন কালো জিরে ফোড়ন। তার মধ্যে দিয়ে দিন আদা বাটা এবং টোম্যাটো কুচি। সামান্য নুন দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন।

৫) টোম্যাটো একটু সেদ্ধ হলে হলুদ, জিরে এবং ধনে দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিন চিরে রাখা কাঁচা লঙ্কা।

৬) এ বার কড়াইতে উষ্ণ জল দিয়ে খানিক ক্ষণ ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে ভেজে রাখা ট্যাংরা মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে।

৭) নামানোর আগে উপর থেকে আর একটু সর্ষের তেল এবং ধনে পাতা ছড়িয়ে দিলেই তৈরি ট্যাংরা মাছের রসা।

পায়ের নখের রঙে বলে দেবে কোলেস্টেরলের ইঙ্গিত

বয়স ৪০-এর কোঠা পেরোলেই কিছু রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ডায়াবিটিস, আর্থ্রাইটিস ছাড়াও সেই তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে কোলেস্টেরল। যদিও রক্তে থাকা এই পদার্থটি পুরোটাই যে খারাপ, তা নয়। রক্তে ভাল এবং খারাপ দু’ধরনেরই কোলেস্টেরল থাকে। এইচডিএল এবং এলডিএল, মূলত এই দু’ধরনের কোলেস্টেরলের খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ‘‘এলডিএল’’ খারাপ কোলেস্টেরল নামে পরিচিত। তাই এই কোলেস্টেরল বশে রাখা অত্যন্ত জরুরি। নয়তো এই তার হাত ধরেই জন্ম নেবে হৃদ্রোগের ঝুঁকি। কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা কঠিন। রক্ত পরীক্ষা না করে, বাইরে থেকে বোঝার উপায় থাকে না বললেই চলে। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, বাইরে থেকে দেখেও বোঝার উপায় রয়েছে কোলেস্টেরল শরীরে বাসা বেঁধেছে কি না। পায়ের নখেই ফুটে ওঠে সেই লক্ষণ। কী কী দেখলে সতর্ক হবেন? ১) পায়ের নখের রং হলদে হতে শুরু করলে সতর্ক থাকতে হবে। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়তে শুরু করলে নখ, চামড়ার তলায় তা জমতে শুরু করে। ২) নখের রং দেখে রক্তশূন্য মনে হচ্ছে কি? রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্তবাহিকা সরু হতে শুরু করে। ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

৩) প্রতি মাসে পেডিকিয়োর করেও পায়ের নখের মান খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এটিও কিন্তু রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে। পাতলা নখ পুরু হতে শুরু করে। নখের আকারও বিকৃত হয়ে যায়। ৪) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে নখ একেবারেই বড় হতে চায় না। তাই খেয়াল করুন, নখের দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে কি না। ৫) নখের তলায় কালসিটে পড়েছে? চিকিতকেরা বলছেন, রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়তে থাকলে এমনটা হতে পারে। শরীরে সমস্ত অংশে রক্ত চলাচল ভাল না হলে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া স্বাভাবিক।

কোন কোন নিয়ম মেনে ডায়েট করলে ঝরবে ওজন?

ওজন কমাতে চাইলে কেবল শরীরচর্চা করলেই চলবে না, সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও রাশ টানা জরুরি। চটজলদি ওজন ঝরাতে ইদানীং অনেক তারকাই এখন ভরসা রাখছেন ‘‘ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং’’ ডায়েটের উপর। এই ডায়েটে খাবারের ক্ষেত্রে তেমন কড়া বিধি-নিষেধ থাকে না। এই ডায়েটে দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োজনীয় খাবার খেয়ে ফেলতে হয়।

আর বাকি সময়টা অর্থাত ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা উপোস করেই কাটাতে হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সঠিক উপায় অনুযায়ী ‘‘ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং’’ মেনে চললে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোলেস্টেরল হ্রাস পায় এবং শরীরও চাঙ্গা থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার খেলে বিপাক হারও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে ক্যালোরিও কম যায় শরীরে। এই ডায়েটের ফলে মেদ ঝরে দ্রুত।

তবে এই ডায়েট মেনে চললেও অনেকের ওজন কমতে চায় না। কেন জানেন?

১) ‘‘ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং’’-এ খাবারের উপর খুব বেশি বিধিনিষেধ থাকে না। অনেকেই এই ডায়েট চলাকালীন অস্বাস্থ্যকর খাবারও খেয়ে নেন। এতে কিন্তু ডায়েট করেও কোনও লাভ হয় না। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে হবে। এই ডায়েট চলাকালীন প্রচুর শাকসব্জি, মাছ-মাংস এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে, নিয়ন্ত্রিত মাত্রায়। আপনি যতটা পরিমাণ ক্যালোরি গ্রহণ করছেন সেই পরিমাণ ক্যালোরি খরচ হচ্ছে কি না, সেটাও নজরে রাখা জরুরি।

২) অনেকেই মনে করেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাওয়া সারতে পারলেই বুঝি এই ‘‘ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং’’ করা হয়। এই ডায়েট কিন্তু অনেক ধরনের হয়। এই ডায়েট করার সময় পুষ্টিবিদরা অনেককেই দিনে কেবল এক বার খাওয়ার পরামর্শ দেন। অনেকের ক্ষেত্রে আবার ঠিক কত ঘণ্টা অন্তর কতটা পরিমাণ খাবার খাবেন, তা-ও বেঁধে দেওয়া হয়। তাই আপনার শরীরের জন্য ঠিক কোন প্রকার ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর প্রয়োজন, তা পুষ্টিবিদদের কাছে জেনে নেওয়াই ভাল। নেট-নির্ভর না হয়ে পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনে ডায়েট করুন।

৩) যে কোনও ডায়েট করলে শুরুর দিকে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়। এই সমস্যার জেরে অনেকেই ‘‘ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং’’ দীর্ঘ দিন চালিয়ে যেতে পারেন না। ফলে ওজন ঝরানোর স্বপ্ন অধরাই থাকে যায়। এই সমস্যা এড়াতে প্রচুর জল খেতে হবে আর ডায়েটে পর্যাপ্ত মাত্রায় ফাইবার রাখতে হবে।

৪) এই ডায়েট অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলতে হয়। তবে সেই সময় খাওয়াদাওয়ায় ফাঁকি দিলে কিন্তু চলবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প অল্প করে বেশি বার খাওয়ার খাওয়ার চেষ্টা করুন, তখন কিন্তু খালিপেটে থাকলে চলবে না।

৫) খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবারের সঠিক ভারসাম্য রাখা জরুরি। সুষম খাদ্য না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, সখন কিন্তু খুব বেশি দিন এই ডায়েট চালাতে পারবেন না।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে টক দই নয়, অস্ত্র হতে পারে ইয়োগার্ট

নিয়ম করে সপ্তাহে অনন্ত তিন দিন ইয়োগার্ট খেলে টাইপ ২ ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। তেমনটাই জানিয়েছে আমেরিকার খাদ্য নিয়ামক সংস্থা। ওই দেশেরই একটি ইয়োগার্ট প্রস্তুতকারী সংস্থা ২০১৮ সালে এই বিষয়ে সংস্থার থেকে সবুজ সংকেত চেয়েছিল। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ইয়োগার্টের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যদিও বহু সংস্থাই ইয়োগার্টের মধ্যে চিনি দেয়। ইয়োগার্টে চিনি এবং ফ্যাটের পরিমাণ কম হলে এই খাবারের গুণ অটুট থাকে। শরীরে ইয়োগার্টের প্রভাব ইতিবাচক বলেই জানিয়েছেন হেল এবং সায়েন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিরেক্টর আমান্ডা ব্লেকম্যান। নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, ইয়োগার্টে পরিমিত পরিমাণে চিনি থাকলে তা ডায়েটে ‘‘শূন্য’’ ক্যালোরি হিসেবেই যোগ হয়। নিয়মিত ইয়োগার্ট খেলে যে টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে, সে কথা ২০১৪ সালেই জানিয়েছিলেন হার্ভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেল ডিপার্টমেন্ট অফ নিউট্রিশন-এর এক দল গবেষক। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে ইয়োগার্ট সংক্রান্ত আরও ৩২টি গবেষণাপত্র রয়েছে। বিভিন্ন জায়গাতেই বলা হয়েছে, শুধুমাত্র গরুর দুধ থেকে তৈরি ইয়োগার্টই ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে উপকারী। গরুর দুধের কোনও বিকল্প কিন্তু একই রকম ভাবে কাজ করে না। যদিও ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে ইয়োগার্ট শরীরে ঠিক কী ভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

হাড়ের সমস্যায় জরুরি সচেতনতা দরকার

কোনও দিন তেমন গুরুতর অসুখে ভোগেননি বছর ৫৫-র শমিতা। তবে ক’দিন আগে মাটিতে পড়ে থাকা কলমটি তুলতে গিয়ে আচমকা কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু! চিকিতকের পরামর্শ নিতে গেলে প্রথম প্রশ্নটিই ছিল ‘‘ছোট বেলায় খেলাধুলো করেছেন? বা ব্যায়াম?’’ পেশায় শিক্ষিকা শমিতা জানলেন তিনি অস্টিয়োপোরোসিসের শিকার।

আর এর জন্য কিছুটা দায়ী তাঁর শৈশবও!

শুধু শমিতা নন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরই বাড়তে থাকে নানা শারীরিক সমস্যা। কখনও দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী, জটিল রোগ। কখনও আবার, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে দেখা দেয় হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার সমস্যা। এমনই এক সমস্যা হল অস্টিয়োপোরোসিস। আর এই ধরনের রোগের নেপথ্যে থাকে শৈশবের কিছু ভুল অভ্যাস বা অনভ্যাস।

কেন হয় হাড়ের সমস্যা

চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, হাড়ের গঠনে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে ‘‘বোন মিনারেল ইউনিট ডেনসিটি’’-র, যা হাড়কে মজবুত রাখতে সাহায্য করে। হাড়ের গঠনে ভূমিকা রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসেরও। তাই, যখন এই বোন মিনারেল ইউনিট ডেনসিটি কমে যায় বা ক্যালশিয়ামের মতো মিনারেলের মাত্রাও কমে যায়, তখন শুরু হয় হাড়ের ক্ষয় বা দুর্বল হয়ে যাওয়া।

সাধারণত, পুরুষদের ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়সের মধ্যে অস্টিয়োপোরোসিস দেখা দিতে পারে। মহিলাদের মধ্যে অবশ্য এই সমস্যা দেখা দেয় আরও কম কম বয়স থেকে। চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, মোটামুটি ৪৫ বছর বয়সের পরে কিংবা মেনোপজের পর থেকেই মহিলাদের মধ্যে হাড়ের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। মেনোপজের পরে শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যায়। এর ফলে হাড় দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও ছোট থেকেই জীবনধারা নিয়ে সচেতন থাকলে পরবর্তীতে তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছয় না।

অস্থি বিশেষজ্ঞ সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে এই সমস্যা দেখা দিলেও এর মূলে থাকে কম বয়সে শরীরের যত্ন না নেওয়ার প্রবণতা। কম বয়স থেকেই নিয়মিত শারীরচর্চা না করা, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম-যুক্ত খাবার রোজকার খাদ্যতালিকায় না রাখা বা পরবর্তীতে ধূমপান-মদ্যপানের অভ্যাস, এ সবের প্রভাবে বাড়তে থাকে হাড়ের ক্ষয়ে যাওয়া ও পরে অস্টিয়োপোরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে অ্যানোরেক্সিয়া, বুলিমিয়ার মতো ইটিং ডিজঅর্ডারে ভোগেন। এরও প্রভাব পড়ে হাড়ের উপরে। কিছু ক্ষেত্রে আবার কিডনি, থাইরয়েড, হরমোনের সমস্যা বা ক্যানসার থাকলেও বাড়তে থাকে এই রোগের ঝুঁকি। তবে ডা. মুখোপাধ্যায় এ-ও জানাচ্ছেন, শিশুরাও কিছু সময়ে শিকার হতে পারে অস্টিয়োপোরোসিসের। মূলত জিনগত কারণে এই রোগ দেখা দিতে পারে তাদের মধ্যে। এর ফলে জন্ম থেকেই তাদের হাড়গুলি দুর্বল হয়ে থাকে। ছোট থেকেই প্রয়োজন হয় চিকিতকের পরামর্শের ও পর্যবেক্ষণের।

অস্টিয়োপোরোসিসের লক্ষণ

’’সাইলেন্ট ডিজিজ’’ বা নীরব রোগ নামে পরিচিত অস্টিয়োপোরোসিস। কারণ, কখন যে এই হাড়ের সমস্যা শুরু, তা দৃশ্যত বোঝা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যখন অস্টিয়োপোরোসিস বাড়তে থাকে, তখন কিছু লক্ষণ অবশ্যই দেখা যায়। যেমন, যদি কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় অস্টিয়োপোরোসিস হয়, তা হলে হালকা চাপ পড়লেই সে জায়গায় ব্যথা বাড়তে থাকে। মূলত কোমর, হাঁটুতে অসম্ভব ব্যথা হয় তখন।

এ ছাড়াও, কখনও মেরুদণ্ড বেঁকে কিছুটা কুঁজো হয়ে যাওয়া, কখনও আবার পা বেঁকে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। এগুলো মূলত হয় ‘‘মাইক্রো ফ্র্যাকচার’’ অর্থাতছোট ছোট জায়গায় হাড়ের ক্ষয়ের কারণে। ডা. মুখোপাধ্যায় এও জানাচ্ছেন, প্রথম দিকে এই সমস্যা ধরা না পড়লেও যখন সামান্য চোট লাগলেও অসহ্য হয়ে ওঠে যন্ত্রণা, তখন দ্রুত চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

রবিবার রামঠাকুর সংঘেড কার্য্যকরী কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

আলিপুরদুয়ার লোকসভায় বিজেপির প্রার্থী বদল, কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের

আলিপুরদুয়ার, ৩ মার্চ (হি.স.): আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী বদলকে গুরুত্বই দিতে চাইলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবরাইক। তিনি বলেন, 'ওরা ভয় পেয়েছে। যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি তাঁর প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখাক। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি কী কাজ করেছেন তা প্রকাশ্যে আসুক।' রবিবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার একটি অনুষ্ঠানে এসে এই কথা বলেন তিনি।

যদিও প্রকাশ চিকবরাইকের এই মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন মনোজ টিগ্গাও। তিনি জানান, ভয় কে পেয়েছে তা ভোটের দিন ঘোষণা হলে বোঝা যাবে। মনোজ টিগ্গার কটাক্ষ, উনি নিজে কতদিন থাকবেন তা চিন্তা করুন। তৃণমূলের কে জেলা সভাপতি হবেন, তা ডিএম-এসপিরা ঠিক করেন। আর ব্লক সভাপতির নাম ঠিক করে দেন ওসি-আইসিরা। বিজেপিতে এমন হয় না।

তুফানগঞ্জে সরকারি গাছ কেটে বিক্রিও করলেন তৃণমূল নেতা, চাপ বাড়তেই দোষ স্বীকার

তুফানগঞ্জ, ৩ মার্চ (হি.স.): কোচবিহারের তুফানগঞ্জে সরকারি দু"টি মূল্যবান গাছ বিক্রি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধলপল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস এলাকায়। সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূলের বুথ সভাপতি প্রাণকুমার মণ্ডল অবশ্য অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পাশেই রয়েছে সরকারি পুকুর। সেই পুকুরের বাঁধ বাঁধাই করতেই এই গাছ দুটো বিক্রি করেছি।''"

যদিও এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতমী দাস কিছুই জানেন না বলেই তাঁর বক্তব্য। বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। ১৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ১০টি ও ৭টি বিজেপির দখলে। যে বুথের ঘটনা, সেই বুথটি বিজেপির দখলে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বুথের বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হেমলতা রায় বলেন, 'এই এলাকায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি প্রাণকুমার মণ্ডল একটি অর্জুন, একটি শাল ও অন্য একটি গাছের কিছু অংশ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা রবিবার তা আটকে দিই। সরকারি গাছ এইভাবে কেউ বিক্রি করতে পারে না।''

জুতার ব্যবসায় নামলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব

ঢাকা, ৩ মার্চ (হি.স.) : এতদিন বিপিএল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এই ব্যস্ততার কারণে নবনির্বাচিত এমপি নিজের এলাকায় যেমন সময় দিতে পারেননি তেমনি সময় দিতে পারেননি নিজের ব্যবসাতেও। এবার বিপিএল শেষে নিজের ব্যবসাতে মনোযোগ দিয়েছেন সাকিব। শুরু করেছেন নতুন ব্যবসা, জুতার ব্যবসা। সোনা আমদানি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে তিনি জড়িত থাকলেও এবার জুতার ব্যবসায় নেমেছেন এই তারকা ক্রিকেটার। স্টেপ ফুটওয়্যারের যৌথ উদ্যোগে বাজারে আসছে সাকিবের নিজস্ব ব্র্যান্ড 'এসএএইচ ৭৫'। জানা গিয়েছে, সারাদেশে ৯৫টি শোরুমের মাধ্যমে প্রচার চালাবে কোম্পানিটি।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ খত্রীর কাজ সর্বদা দেশের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে : মোহন যাদব

ভোপাল, ৩ মার্চ (হি.স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ খত্রীর কাজ সর্বদা আমাদের দেশের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে, ওঁনার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে একথাই লেখেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি রবিবার বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ খত্রীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, 'কাকোরি ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী, স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সাহসী যোদ্ধা এবং বহু ভাষার বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ খত্রী জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার কাজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আপনার কাজ সর্বদা আমাদের দেশের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।'

ফের মথুরার প্রার্থী হেমা মালিনী, বিজেপি নেত্রী বললেন আমি অনেক কাজ করতে চাই

মুম্বই, ৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরা লোকসভা কেন্দ্রে ফের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী হেমা মালিনী। হেমাকে মথুরায় তৃতীয়বারের জন্য প্রার্থী করা হয়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হেমা মালিনী বলেছেন, 'আমি এখানে (মথুরা) অনেক কিছু করতে চাই। আমি প্রথম পাঁচ বছরে অনেক কিছু করেছি এবং আমার দ্বিতীয় মেয়াদে আরও ভালো করেছি। এই তৃতীয়বার এবং আমাকে এখন অনেক বড় কাজ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী একজন বাঙালি-বিরোধী, তোপ ডেরেক ও"ব্রায়েনের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ডেরেক ও"ব্রায়েন। তাঁর মতে, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঙালি বিরোধী। তিনি বাংলায় এসে "নারী শক্তি" নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তারপর এমন একজনকে টিকিট দিয়েছেন যে বাঙালি নারীদের অপমান করেছে। এটাই "মোদী কি গ্যারান্টি"।'

রবিবার ডেরেক আরও বলেছেন, 'আপনি যদি বাংলা নিয়ে খারাপ কথা বলেন, আপনি যদি মহিলাদের খারাপ কথা বলেন, আমরা আপনাকে টিকিট দেব! তিনি প্রতিশোধ হিসেবে দুই বছরের জন্য বাংলার তহবিল বন্ধ করে দেন। কিন্তু তখন বাংলার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেরাই সব টাকা দিয়েছে। সুতরাং এটা বেশ পরিষ্কার, ১০ মার্চের সমাবেশে মানুষ বেরিয়ে আসবে এবং তাদের শক্তি দেখাবে।'

কিশনগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু তিনটি শিশুর, শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে

কিশনগঞ্জ, ৩ মার্চ (হি.স.): সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু হল তিন শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ পুর এলাকায়। মৃতদের নাম ছোট প্রবীণ (৬), আয়ত প্রবীণ (৫) ও সীমা বানু (৪)। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। মৃতরা সম্পর্কে তুতো ভাই-বোন। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে বাড়ির সামনে খেলছিল এই তিন শিশু।

সেপটিক ট্যাংকের উপরে উঠে লাফালাফি করছিল তারা। সেই সময় হঠাৎই ট্যাংকের ঢাকনা ভেঙে ভিতরে পড়ে যায় তিনজন। এদিকে, শিশুদের না দেখতে পেয়ে তাদের খোঁজ শুরু করেন পরিবারের লোকজন। পরে বিষয়টি নজরে আসে তাঁদের। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটপ্রচার শুরু খগেন মুর্মুর, উচ্ছ্বাস-আনন্দে কর্মী-সমর্থকরা

মালদা, ৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ভোটপ্রচার শুরু করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। রবিবার সাহাপুর সেতু মোড় এলাকা থেকে তাঁর সমর্থনে একটি বাইক র‍্যালি বের হয়। এরপর বিজেপির গড় মুচিয়া মহাদেবপুর এলাকায় মহামায়া মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটপ্রচার শুরু করে দেন বিজেপি প্রার্থী। প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। মুচিয়া মহাদেবপুর এলাকায় খগেন মুর্মু নিজেই দেওয়াল লিখন করেন। এদিন শতাধিক কর্মী সমর্থক বিজেপি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন।

প্রসঙ্গত, শনিবারই বিজেপির লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব উত্তর মালদায় খগেন মুর্মুকে পুনরায় প্রার্থী করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। ফলে অনেকটা আগে থেকেই প্রচার শুরু করেছে বিজেপি।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে খতম মাওবাদী; উদ্ধার একে-৪৭ রাইফেল, শহিদ এক পুলিশকর্মী

রায়পুর, ৩ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন এক পুলিশ কনস্টেবল। এনকাউন্টারে নিকেশও হয়েছে এক মাওবাদী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটেবেঠিয়া থানার অন্তর্গত হিদুর গ্রামের কাছে একটি জঙ্গলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে বিএসএফ, ডিআরজি ও পুলিশ। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়।

গুলির লড়াইয়ে শহিদ হন বস্তার ফাইটার্সের কনস্টেবল রমেশ কুরেতি। অন্যদিকে, এক মাওবাদীও খতম হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে একটি একে ৪৭ রাইফেল। এলাকায় আরও মাওবাদী লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তার জন্য তল্লাশি জারি রয়েছে। কাঙ্কেরের এএসপি অবিনাশ ঠাকুর বলেছেন, বিএসএফ, ডিআরজি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে এক মাওবাদী নিকেশ হয়েছে, গুলির লড়াই চলাকালীন মারা গিয়েছেন এক পুলিশ কনস্টেবল।

মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় ৮০ হাজার টাকার জিনিস চুরি, মামলা দায়ের

রাজগড়, ৩ মার্চ (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার একটি বাড়ি থেকে সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ ১১১০ টাকা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার রাতে এক ব্যক্তি একটি বাড়ি থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা মূল্যের জিনিস চুরি করে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। রবিবার অভিযোগ পেয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

রাজগড় জেলার সুথালিয়া থানা এলাকার গুর্জারখেডিকলা গ্রামে শনিবার রাতে তালা ভেঙে বাড়ি থেকে সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ ১১১০ টাকা চুরি যায়। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গুর্জারখেদিকালা গ্রামের বাসিন্দা জগদীশ জানিয়েছেন যে শনিবার রাতে কিছু অপরিচিত দুষ্কৃতীরা খালি বাড়ির তালা ভেঙে আলমারি থেকে নগদ ১,১১০ ১১০ টাকা এবং সোনা-রুপোর গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। যার মোট মূল্য ছিল ৮০ হাজার টাকা। পুলিশ রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ ৪৫৭, ৩৮০ ধারায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য বাংলাদেশ ও ভুটানের চেয়ে ভারতে বেশি বেকার যুবক : রাহুল গান্ধী

গোয়ালিয়র, ৩ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্যই বাংলাদেশ ও ভুটানের চেয়ে ভারতে বেশি বেকার যুবক। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ এনে একথা বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'গত ৪০ বছরে দেশে এখন সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব। পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে বেকারত্ব দ্বিগুণ।'

এরপরই রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'বাংলাদেশ এবং ভুটানের তুলনায় আমাদের দেশে বেকার যুবকদের সংখ্যা বেশি, কারণ নরেন্দ্র মোদী নোটবন্দী এবং জিএসটি প্রয়োগ করে ছোট ব্যবসা শেষ করেছেন।'

রবিবার ছিল রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার ৫০-তম দিন। আরজেডি-র জন বিশ্বাস সভায় যোগ দেওয়ার জন্য এদিন পাটনায় যান রাহুল গান্ধী। সোমবার শিবপুরী থেকে শুরু হবে রাহুলের ন্যায় যাত্রা।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ, তদন্তে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ মার্চ (হি.স): বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক গৃহবধূ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত অশোকগ্রামে। মৃতা গৃহবধূর নাম জয়শ্রী রায় (২৪)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ১০টায় সে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি অশোকগ্রামে পৌঁছয়। এরপর শনিবার বিকেলে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ওই গৃহবধূ। বাড়িতে সেই সময় কেউ ছিল না। এরপর বাড়ির লোকের নজরে বিষয়টি আসতেই তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

রবিবার সকালে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতলের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঠিক কি কারনে সে আত্মহনের পথ বেছে নিল তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবারের লোকজন। এই বিষয়ে মৃতা গৃহবধুর মা ছায়া রায় জানান, 'গতকাল অর্থাৎ শনিবার সকালে সে বাড়িতে আসে। ভালোভাবে ছিল ভালো অবস্থায় ছিল আমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প হয় এরপর আমি কাজের জন্য বাইরে যায়। বিকেল নাগাদ আমার কাছে ফোন আসে সে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ফিরে দেখি মৃত অবস্থায় রয়েছে আমার মেয়ে। জানিনা কেন এমনটা করল'। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

উত্তরাখণ্ডের নতুন তেহরিতে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১ ব্যক্তি

নতুন তেহরি, ৩ মার্চ (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের নতুন তেহরি শহরে একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে গেলে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। শনিবার গভীর রাতে গাড়িটি ৫০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গাড়ির আরোহী এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বৌরাদী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। রবিবার পুলিশের মিডিয়া সেল সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। রবিবার সকালে পুলিশ এই দুর্ঘটনার খবর পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। আহতের নাম, বিক্রম সিং (৪৯)।

আশা করব পাশে থাকবেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রত্যাশা চাকরি প্রার্থীদের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): আগামী মঙ্গলবার ইস্তফা দিচ্ছেন, জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। জানালেন, তিনি এর পর 'বৃহত্তর ক্ষেত্রে' যেতে চলেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তিনি যেতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। তাঁর একটার পর একটা রায় চাকরিপ্রার্থীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সেই চাকরিপ্রার্থীরা বলছেন, যে দলে যান না কেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যেন আমাদের পাশে থাকেন।

রবিবার চাকরি প্রার্থীরা বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজ্যে এত দুর্নীতির বিষয় উনিই সামনে নিয়ে এসেছেন। আমরা আশা করব তাঁর দেখানো পথেই যেন রাজ্য সরকার এবং হাইকোর্ট আমাদের সুবিচার করেন। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা যেন চুরি হয়ে যাওয়া চাকরি ফেরত পান। এটা আমরা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছি। রাজ্য সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পদত্যাগ করলেও আমাদের জন্য লড়বেন এই আশা করি।''"

অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের, ইচ্ছে রাজনীতিতে যোগদানের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স): অবসর নিয়ে রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে স্বীকারোক্তি দিলেন। এদিন তার অবসর নেওয়ার কথা নিজেই জানান। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজনৈতিক ময়দানেই যাবেন। তবে কোন দলে যোগ দেবেন তা এখনও স্পষ্ট করেননি। তার এই মন্তব্যের পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁকে দলে নিতে।

মঙ্গলবারই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে নিজের পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে তাঁর পদত্যাগের কথা জানতে পেরে, বিচারপতি গাঙ্গুলিকে কংগ্রেস দলে আসতে আহ্বান জানালেন অধির চৌধুরী। তবে উনি তমলুক কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন বলেও জল্পনা।

ওয়েলিংটন টেস্ট : লায়নের স্পিনে এক সেশনও টিকতে পারল না নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ৩ মার্চ (হি.স.) : রবিবার চতুর্থ দিনে লায়নই যে ওয়েলিংটনে স্পিন-রাজ করবেন তা বোঝা গিয়েছিল গতকাল তৃতীয় দিনের শেষেই। কারণ, নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান কেইন উইলিয়ামসন ও টম ল্যাথামকে আউট করে সেটার আভাস দিয়েছিলেন। রবিবার চতুর্থ দিনে সেই আভাসই কাজ করল। লায়নের স্পিন-রাজেই চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ড একটা সেশনই কাটাতে পারল না। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৬ রানে অলআউট হয়ে প্রথম টেস্ট হেরে গেল ১৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে।

ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ঘন্টা দুয়েক বিঘ্নিত রেল পরিষেবা

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স): সাত সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি। রবিবার সকালে নরেন্দ্রপুর স্টেশনে ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়। তার ফলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ব্যাহত রেল চলাচল। বিপাকে পড়েন রেল যাত্রীরা। তবে এদিন ছুটির দিন হওয়ায় নিত্য যাত্রীর চাপ ছিল না। প্রায় দুঘন্টা বন্ধ থাকে রেল পরিষেবা। মেরামতির পর আবারো চালু হয়ে গিয়েছে রেল পরিষেবা।

এদিন সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ নরেন্দ্রপুর স্টেশনের কাছে আপ লাইনে ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়। তার ফলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল থমকে যায়। পর পর স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক ট্রেন। সোনারপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, নামখানায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল। ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হলেও আপ লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। রবিবার এমনিই ট্রেন কম তাই কিছুটা অসুবিধার মধ্যে রেল যাত্রীরা।

বারাসাতে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে, শুরু মঞ্চ তৈরির কাজ

বারাসাত, ৩ মার্চ (হি.স): বারাসাতের কাছারি ময়দানে আগামী ৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা আছে। তার আগেই রবিবার থেকে শুরু হলো মঞ্চ তৈরির কাজ। মঞ্চ তৈরীর আগে শুভ সময় দেখে খুঁটি পুজো করলেন বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। পাশাপাশি সেখানে সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে যে মেটাল ডিটেক্টর এবং স্লিপার ডগ দিয়ে সমস্ত মাঠ ও তার আশপাশে এলাকা পুরোপুরি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আজ বিকেলে বারাসাতের কাছারী ময়দান চত্বর তুলে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তর এস পি জি অর্থাৎ স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের হাতে। সেই ছবি কিন্তু সকাল থেকেই উঠে আসে বারাসাত কাছারি ময়দান এলাকায়। সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বারাসাত সফরকে ঘিরে বারাসাত

নিউটাউনে দুর্ঘটনা, বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীব

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): নিউটাউনে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী ৩০ বছরের এক তরুণীর। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্ব বাংলা মোড়ে। মৃতার নাম সঞ্চিতা চক্রবর্তী। তিনি বেহালার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বন্ধুর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তরুণী। সে সময় পাথর বোঝাই ট্রাক সজোরে বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে।

বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান তরুণী। তাঁর উপর দিয়েই চলে যায় ট্রাকের চাকা। ঘটনাস্থলেই তরুণীর মৃত্যু হয়। রাতেই ট্রাকের চালককে আটক করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ।

ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মেসির সঙ্গে সুয়ারেজের জোড়া গোল

নিউইয়র্ক, ৩ মার্চ (হি.স.) : ইন্টার মায়ামির জার্সিতে প্রথমে কিছুটা এলোমেলো ছিলেন লিওনেল মেসি ও তার সতীর্থ সুয়ারেজ। গত কয়েকটি ম্যাচে নিজেদেরকে সেভাবে মেলে ধরতে পারছিলেন না তারা। তবে এবার নিজের সেরাটা দিয়ে জোড়া গোল পেলেন তারা। মেসির সঙ্গে জোড়া গোল পেয়েছেন লুইস সুয়ারেজও। শনিবার (২ মার্চ) রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি ও অরল্যান্ডো সিটি।

ম্যাচটিতে ৫-০ গোলে সিটিকে উড়িয়ে দিয়েছে মায়ামি। জোড়া গোল করেছেন মেসি ও সুয়ারেজ। আর অন্য গোলটি করেছেন রবার্ট টেলর। এই জয় দিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে মায়ামি। ৩ ম্যাচে দুই জয় এবং এক ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭। গত মরসুমে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ করেছিল অরল্যান্ডো।

রবিবার সিপিআইএম সদর কার্যালয়ে ভাষা দিবসের শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ পেছনেই রয়ে গিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

কৃষ্ণনগর, ৩ মার্চ (হি.স.): স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ যতটা পিছিয়েছে, ১০ বছরে সেই ক্ষতির ব্যবধান পূরণ করেছে কেন্দ্র। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিদ্যুৎ ছাড়া কোনও জায়গাই উন্নতি করতে পারে না। বাংলা যাতে এই পরিসরে আত্মনির্ভর হয়, সে জন্যই একটা বড় পদক্ষেপ করা হল। শনিবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আরামবাগে সাত হাজার কোটি টাকার বিকাশ যোজনার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং সূচনা করেছি, আজও ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং সূচনা করছি। এর ফলে রোজগারের নতুন পথ খুলবে। বাংলার যুবক-যুবতীদের সহায়তা করবে।"

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের কয়েকটি রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের পূর্ব প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। অগ্রগতির অপার সম্ভাবনা পূর্বের এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাই আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গে সড়কপথ, রেলপথ, আকাশপথ, মোটরওয়ের আধুনীকিরণের কাজ করছে। আজ ফরাক্কা থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উদ্বোধন হল। ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চার ঘন্টা থেকে এখন অর্ধেক সময়ে দু'টি জায়গার মানুষ যাতায়াত করতে পারবেন।"

মোদীর কথায়, "রেল পশ্চিমবঙ্গের গৌরবের একটি অধ্যায়। কিন্তু ইতিহাসে বাংলা যা অর্জন করেছিল, স্বাধীনতার পর বাংলা আর সে রকম এগোয়নি। অনেক সম্ভাবনা থাকলেও বাংলা পিছিয়ে পড়তে থাকে। গত ১০ বছরে আমরা ওই ব্যবধানকে মেটানোর জন্য রেলের আধুনিকীকরণে বেশি করে জোর দিয়েছি। এখন বাংলায় রেলের জন্য আগের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ খরচ করছে।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বিদ্যুৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নকে চালিত করে। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শক্তির প্রয়োজনে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করছি। রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর সেই দিকেই একটি পদক্ষেপ।'

ঝাড়খণ্ডের দুমকায় স্পেনীয় মহিলাকে গণধর্ষণ! আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষোভ বিজেপির

রাঁচি, ২ মার্চ (হি.স.): এক বন্ধুকে নিয়ে ঝাড়খণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন স্পেনীয় মহিলা। মারধর করে বন্ধুর সামনে থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ৭-৮ মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঝাড়খণ্ডের দুমকার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দুমকার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, 'এক স্প্যানিশ মহিলা অভিযোগ করেছেন, শুক্রবার রাতে তাঁকে হাঁসডিহা থানা এলাকায় গণধর্ষণ করা হয়। ওই মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে স্পেন থেকে ভারতে এসেছিলেন ওই স্পেনীয় মহিলা এবং তাঁর বন্ধু। ওই দুই পর্যটক ঝাড়খণ্ডে এসেছিলেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার দু'জনে মিলে দু'টি বাইক নিয়ে দুমকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর হাঁসডিহা থানার কুরমাহাট এলাকায় রাস্তার ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাত তখন ১০টা। স্পেনীয় মহিলার বন্ধু দাবি, তাঁরা দু'জনে যখন রাস্তার ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সময় ৭-৮ যুবক আসেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

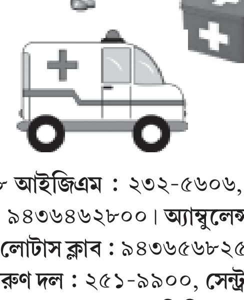

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অত্যাচারে বাংলার মা, মাটি ও মানুষ এখন কাঁদছে : প্রধানমন্ত্রী

কৃষ্ণনগর, ৩ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, তৃণমূল সরকার মা, মাটি ও মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু এই সরকারের অত্যাচারে বাংলার মা, মাটি, মানুষ এখন কাঁদছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, মোদীর গ্যারান্টি মানে, গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, বাংলার মানুষ বারবার বিশ্বাস করে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছে, কিন্তু তৃণমূল বিশ্বাসঘাতক আর অত্যাচারের দ্বিতীয় নামে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল মানে অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতক, পরিবারবাদ।

শনিবার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথমে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বাংলার উন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এরপর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই পবিত্র ভূমি শ্রীকৃষ্ণের মহান প্রচারক চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি। ঈশ্বর তুল্য জনতা জনার্দন আমাদের মা-বোনেদের সকলকে জানাই প্রণাম। আপনাদের জন্য ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।' পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ জোর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। মাত্র ১০ বছরের সেটা বেড়ে ২৬ প্রায় দুই গুণ হয়ে গিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'তৃণমূলের দুঃশাসনে মা, মাটি ও মানুষ সবাই কাঁদছে। সন্দেশখালির বোনেরা ন্যায়বিচারের জন্য অনুরোধ জানালেও তৃণমূল সরকার তাদের কথা শোনেনি। বাংলার অবস্থা এমন যে এখানে পুলিশ নয়, অপরাধীরা সিদ্ধান্ত নেয় কখন আত্মসমর্পণ করবে এবং কখন গ্রেফতার করবে। রাজ্য সরকার তো চায়নি সন্দেশখালির অপরাধীকে গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু বাংলার নারী শক্তি যখন দুর্গা হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বিজেপি কর্মীরা তাদের পাশে দাঁড়ালো, তখন রাজ্য সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হল।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাংলার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে তৃণমূল। প্রতিটি স্কিমকে কেলেঙ্কারিতে রূপান্তরিত করেছে তৃণমূল। তারা আমাদের স্কিমগুলিতে একটি স্টিকার লাগায় এবং সেটিকে নিজেদের বলে। তারা গরীবদের কাছ থেকেও ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করে না।' বাংলায়র ৪২টি আসনে পদ্ম ফুটবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কোপা আমেরিকা প্রস্তুতি ম্যাচ : উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিলেন স্কালোনি

বুয়েনোস আইরেস, ৩ মার্চ (হি.স.): দুয়ারে কড়া নাড়ছে কোপা আমেরিকা। চলতি মাসে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি শুরু করবে আর্জেন্টিনা। তারা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে এল সালভাদর ও কোস্টারিকার বিপক্ষে। এ দুই ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যদের দল ঘোষণা করেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আগামী ২২ মার্চ ফিলাডেলফিয়াতে এল সালভাদর এবং ২৬ মার্চ লস অ্যাঞ্জেলেসে কোস্টা রিকার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।

লিওনেল মেসি-আনহেল দি মারিয়ার মতো তারকা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দেরও দলে সুযোগ করে দিয়েছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। অনূর্ধ-২০ বছর বয়সী চারজন খেলোয়ার এই দলে সুযোগ পেয়েছেন। এরা হলেন ভ্যালেন্টিন বারকো, ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে, ভ্যালেন্টিন কার্বনি এবং আলেহান্দ্রো গারনাচো।

আর্জেন্টিনা দল:

গোলরক্ষক:

ফ্রাঙ্কো আরমানি, ওয়াল্টার বেনটেজ, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

ডিফেন্ডার:

গেরমান পেজেল্লা, নেহুয়ান পেরেজ, নিকোলাস ওতামেন্দি, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকলোসা তালিয়াফিকো, মার্কোস সেনসি, নাহুয়েল মলিনা, ভ্যালেন্টিন বারকো। মিডফিল্ডার:

এজকুয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো ডি পল, লেয়ান্দ্রো পারাদেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, গিওভানি লো সেলসো।

ফরোয়ার্ড:

নিকোলাস গঞ্জালেস, আলেহান্দ্রো গারনাচো, ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে, ভ্যালেন্টিন কার্বনি, আনহেল দি মারিয়া, লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ এবং পাউলোদ দিবালা।

কুণালের পর সাংসদ সুদীপের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তোপ তৃণমূল বিধায়ক তাপসের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.) : সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। কুণাল ঘোষের পর এবার কলকাতা উত্তরের সাংসদের বিরুদ্ধে শনিবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন বিধায়ক তাপস রায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী করলে তিনি প্রচারে নামবেন না। এমনকি, খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বদল করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বরানগরের তৃণমূল বিধায়ক।

শুক্রবারই দলের অন্দরে সরব হন কুণাল। প্রথমে দলীয় পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন তিনি। এর পর কলকাতা উত্তরের সাংসদের বিরুদ্ধে সরব হন কুণাল। সুদীপের সঙ্গে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগাযোগ নিয়ে অভিযোগ তোলেন তিনি।

কুণালকে সমর্থন করে তাপস রায় বলেছেন, 'সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল যদি ফের প্রার্থী করে আমি অন্তত প্রচারে থাকব না। এমন কি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আমাকে অনুরোধ করলেও আমার অবস্থান বদলাবে না।' তাপসবাবুর অভিযোগ করেন, সারা বছর সাংসদ হিসেবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও প্রয়োজনেই পান না তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা। ভোটের চার মাস আগে থেকে তিনি সক্রিয় হন বলেও অভিযোগ করেন তাপসবাবু। এর আগেও সুদীপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাপস। সাংসদ এবং বিধায়কের প্রকাশ্য সংঘাত নিয়ে সেই সময়ও অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল। তখন তাপসের মানভঞ্জনের জন্য কুণালকেই দূত হিসেবে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। তাপস রায় বরানগরের বিধায়ক হলেও তিনি বউবাজার এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। ওই এলাকায় তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট। সেই সূত্রেই এলাকার সাংসদ হিসেবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাত।

করিমপুরে ডালপুরি খেয়ে দিনের শুরু মহুয়ার, প্রধানমন্ত্রীকেও খাওয়ার আমন্ত্রণ তৃণমূল নেত্রীর

নদিয়া, ৩ মার্চ (হি.স.): শনিবার তাঁর লোকসভা কেন্দ্র, কৃষ্ণনগরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এদিন সকালে মহুয়াকে দেখা গেল নদিয়ার করিমপুরের এক দোকানে ডালপুরি খেতে। তাঁর প্রিয় ডালপুরি খেয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মহুয়া। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে মহুয়া লেখেন, "আজ করিমপুরের রমেন ঘোষের দোকানের ডালপুরি দিয়ে সকাল শুরু হল। আমার খুব প্রিয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আসুন না একটু খেয়ে যান।"

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কৃষ্ণনগর পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর জনসভা উপলক্ষে মানুষের ঢল নামে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে।

মমতাকে মা দুর্গার সঙ্গে তুলনা, জেলাশাসকের মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক

পূর্ব বর্ধমান, ৩ মার্চ, (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক বিধান রায়। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জেলাশাসকের এহেন মন্তব্যে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না রাজ্যের বিরোধী দলগুলো। লোকসভা ভোটের মুখে এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজায় সরগরম বর্ধমান।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অনুপ্রাণিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মা দুর্গার মতো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আপনারা কেন পারবেন না। একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আছে আমাদের সামনে। আমি অনুরোধ করব সেই উদাহরণ সামনে রেখে আপনারা এগিয়ে চলুন।"

জেলাশাসক সেই সঙ্গে বলেন, "শুধু স্বনির্ভর গোষ্ঠী নয়, সংঘ, মহাসংঘ গড়ে আপনারা এগিয়ে চলুন। ইতিমধ্যে কোম্পানিও গঠন হয়েছে। তাতে বহুবিধ কর্মমুখী কর্মকাণ্ড চলছে। আপনাদের মধ্যে সেই শক্তি রয়েছে। আপনারা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।"

বিধান রায়ের এই মন্তব্য নিয়েই শোরগোল পড়ে যায়। সরব হন বিরোধীরা। এনিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় শনিবার বলেন, "এই ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করেছে। জেলাশাসকের মতো সাংবিধানিক পদে বসে এই ধরনের মন্তব্য করা যায় না। এর থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি শাসকদলের হয়ে কাজ করবেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবেন না।"

কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপিও। দলের মুখপাত্র সৌম্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেন, "প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এখন তৃণমূলের কর্মীদের থেকেও বেশি মাত্রায় ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর তুলনা দেবদেবীর সঙ্গে করছেন। তাতে দেবদেবীদেরও ছোট করা হচ্ছে। আমরা সন্দেশখালি দেখেছি রাজ্য কি ভাবে কাজ করছে।"

র্সঙ্গত, শুক্রবার বর্ধমানের স্পন্দন কমপ্লেক্সে 'সৃষ্টিশ্রী' মেলার উদ্বোধন হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি গার্গী নাহা-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর কাজের কথা তুলে ধরেন জেলাশাসক বিধান রায়।

বেঙ্গালুরুর ক্যাফে ঘুরে দেখলেন সিদ্ধারামাইয়া, কথা বললেন আহতদের সঙ্গেও

বেঙ্গালুরু, ৩ মার্চ (হি.স.) : একদিন আগেই বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফে, বিস্ফোরণের পরবর্তী দিন শনিবার বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকার রামেশ্বরম ক্যাফেতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। নিজ চোখে বিস্ফোরণস্থল ঘুরে দেখেন তিনি। পাশাপাশি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'সমস্ত রোগীর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে। আহত হয়েছেন প্রায় ১০ জন। তিনজন ব্রুকফিল্ড হাসপাতালে এবং অন্য ৬ জন ভিদেহি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আমি সেখানেও যাচ্ছি। রোগীরা চিকিৎসায় খুব ভালো সাড়া দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন।'

এদিকে, বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকার রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এফআইআর রুজু করেছে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৪৭১ ধারা এবং ইউএপিএ-র অধীনে ১৬, ১৮ এবং ৩৮-এর অধীনে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে, এফআইআরে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ এবং ৪ নম্বর ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

মোদীর সভা থেকে মহুয়ার বিরুদ্ধে ইভিএমে বদলার ডাক সুকান্ত-শুভেন্দুব

নদিয়া, ৩ মার্চ (হি.স.): ২০২২ সালের জুলাই মাসে পরিচালক লীনা মণিমেকলাইয়ের তথ্যচিত্র 'কালী' নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বলেছিলেন, তাঁর কাছে কালী হলেন মদ-মাংস খান এমন দেবী। কালীকে হিন্দু ধর্মে ইচ্ছেমতো কল্পনা করার অধিকার রয়েছে। মহুয়ার ওই বক্তব্য নিয়ে সে সেময় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল।

প্রায় দু''বছরের ব্যবধানে শনিবার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে নরেন্দ্র মোদীর সভা থেকে মহুয়ার ওই মন্তব্য তুলে ধরলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীর সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণে শুভেন্দুবাবু সরাসরি মহুয়ার নাম উল্লেখ করে জনতাকে বললেন, 'মনে আছে তো আমাদের আরাধ্য দেবী মা কালীকে অপমান করেছিলেন মহুয়া মৈত্র। এবারের ভোটে মহুয়ার ওই বক্তব্যের বদলা নিতে হবে ইভিএমে।'

সুকান্তবাবু অবশ্য সরাসরি মহুয়ার নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, 'এখানকার সাংসদ বলেছিলেন, মা কালী নাকি মদ খান! লিপস্টিক, পাউডারের লোভে সাংসদ নিজের লগ ইন পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন। তারপরও তাঁকে জেলা সভাপতি করে রেখেছে তৃণমূল।'

এরপরই জনতার উদ্দেশে মহুয়া প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু জানতে চান, 'ওঁকে হারাবেন তো? প্রধানমন্ত্রী অনেক আশা নিয়ে এসেছেন। আপনারা এখানে পদ্ম ফোটাবেন তো?' সুকান্তবাবুর সুরে উপস্থিত জনতা সমস্বরে জবাব দেন, "হ্যাঁ"। তার কিছু পরে মঞ্চে ভাষণ রাখতে উঠে শুভেন্দুবাবুও উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'কৃষ্ণনগর আমাদের দেবেন তো? তাতেও আসে ইতিবাচক জবাব।

ভূমিধসে অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক, রাজৌরিতে সমস্ত স্কুল বন্ধ

জম্মু, ৩ মার্চ (হি.স.): জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের একাধিক স্থানে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক। অবিরাম বৃষ্টির জন্য একাধিক ভূমিধসের কারণে শনিবার অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। বানিহাল এবং রামবান সেক্টরের মধ্যে অবিরাম বৃষ্টির কারণে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, তাই জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে কোনও যানবাহনকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের উভয় দিকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য গাড়ি। এদিকে, শনিবারই জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি তেলের ট্যাঙ্কার, উধমপুরের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই তেলের ট্যাঙ্কারের চালকের। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শনিবার রাজৌরি জেলায় সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

অবসর নিলেন হাওড়া জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক প্রবীর কুমার পাত্র

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): অবসর নিলেন হাওড়া জেলার প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক প্রবীর কুমার পাত্র। তিনি অবসর নিলেন হাওড়ার প্রাইমারি শিক্ষা দপ্তর নিত্যধন মুখার্জি রোডের কার্য্যালয় থেকে। তার দীর্ঘ ৩০ বছরের পরিক্রমা শুরু হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর শিক্ষা দপ্তর থেকে। এছাড়া তিনি স্কুল পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেও। তাছাড়া কাজ করেছেন কলকাতার বিকাশ ভবনেও।

মৃদুভাষী প্রবীর বাবু শিক্ষার সঙ্গে সারাটা জীবন জড়িয়ে থাকলেও তিনি ধর্ম সংক্রান্ত বই পড়তে খুবই ভালোবাসেন। চাকরিতে থাকাকালীন অবসর পেলেই তিনি ধর্ম সংক্রান্ত বই নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। এবার তিনি অবসরে চান ধর্ম সংক্রান্ত বই নিয়ে ডুব দিতে। তাছাড়া তিনি খুবই ভ্রমণ প্রিয় মানুষ। তাই তিনি মাঝে মধ্যে ঘর ছেড়ে চলে যেতে চান বহু দূরে।

ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে শুরু হলো জয় জোহার মেলা

ঝাড়গ্রাম, ৩ মার্চ (হি.স): মাদলের ছন্দে মেতে উঠুন আনন্দে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে জয় জোহার মেলা। ১৫ টি জেলার ১০২টি আদিবাসি অধ্যুসিত ব্লকে ৩ মার্চ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। সেই মত ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লবপুর ২ নম্বর ব্লকে পালিত হল জয় জোহার মেলা। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দু""নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে তপসিয়া অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গড়িগ্রাম এলাকায় হচ্ছে এই জয় জোহার মেলা। সেখানে প্রথমে সিদো কানু,পন্ডিত রঘুনাথ মূর্মু ছবিতে মাল্য দান করে প্রদীপ প্রজ্জলন মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডি ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে জয় জোহার মেলার শুভ সূচনা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নীলৎপল চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ বিভিন্ন আধিকারিক সহ সমাজ সেবিরা। আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব নৃত্য পরিবেশন, গান শিল্প, ও সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও প্রদর্শন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের স্টল করা হয়।

২০২৪ সালে সংবিধান মন্থন হতে চলেছে : অখিলেশ যাদব

পাটনা, ৩ মার্চ (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। তিনি দাবি করেছেন, ২০২৪ সালে সংবিধান মন্থন হতে চলেছে। রবিবার পাটনায় রাষ্ট্রীয় জনতা দলের 'জন বিশ্বাস মহা র‍্যালি'-তে বক্তব্য রাখেন অখিলেশ যাদব। তিনি বলেছেন, 'একদিকে উত্তর প্রদেশ """৮০ হারাও""" স্লোগান দিচ্ছে, বিহারও """৪০ হারাও""" স্লোগান দিচ্ছে। উত্তর প্রদেশ এবং বিহার উভয়েই যদি ১২০টি আসন হারায় তাহলে বিজেপির কী হবে?... ২০২৪ সালে """সংবিধান মন্থন""" হতে চলেছে। একদিকে সংবিধানের রক্ষক, অন্যদিকে সংবিধান ধ্বংসকারীরা।'

অখিলেশের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেছেন, 'দিবাস্বপ্ন দেখার কোনও বাঁধা নেই? অখিলেশ যাদব উত্তর প্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ২টি আসনও পাবে না... এখানে (বিহার) আইএনডিআই জোট এবং সেখানে (উত্তরপ্রদেশ) পিডিএ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

কমিশনের সন্ধ্যে ছয়টার বৈঠক বাতিল

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স): অনিবার্য কারণ বশত বাতিল হল কমিশনের ফুল বেঞ্চের সন্ধ্যে ছয়টার বৈঠক। এমনটাই জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে। রবিবার থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব ও রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল। কিন্তু সেই বৈঠক বাতিল হয়ে যায়। সূচি অনুযায়ী রাত দশটায় শহরে পা রাখবেন চিফ ইলেকশন কমিশনার রাজিব কুমার। তিনি সরাসরি ওই বৈঠকে যোগ দেবেন।

এদিকে খালি সময়ে প্রতিনিধি দলের একাংশ কালীঘাট মন্দির পরিদর্শনে যায়। সেখানে তারা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরে আবারো বৈঠক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাত দশটায় রাজিব কুমারের উপস্থিতিতে সেই বৈঠক আবারো শুরু হবে। তবে কমিশনের তরফে বৈঠক নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা মেলেনি। আগামীকালও বৈঠক হতে পারে। তবে একথা স্পষ্ট কমিশন পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে। এখান থেকে ফিরেই নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি, রাজ্যে এসেছেন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): দিল্লি থেকে রাজ্যে এসেছেন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। রবিবার দুপুরেই একাধিক সদস্য এসে পৌঁছন কলকাতায়। এরমধ্যে রয়েছেন, কেন্দ্রীয় সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মা ও সিনিয়ার ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার নীতেশ ভ্যাস। আজ ও আগামীকাল কলকাতায় একাধিক মিটিং রয়েছে তাঁদের। এদিন রাতেই শহরে আসার কথা নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। আগামীকাল কলকাতায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হবার কথা তাঁদের। তবে আজই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার আরিজ আফতাবের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হবার কথা কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের।

ওবিসি মোর্চার সম্মেলন

● প্রথম পাতার পর

করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। সামাজিক সম্মেলন হলেও রবিবারের এই সম্মেলনে মানুষের উপস্থিতি ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। চেয়ারম্যান মোলিনা দেবনাথ আরো জানান আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি একজন ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ। এতে ওবিসি সম্প্রদায় আপ্লুত এমন একজন বিশ্বস্তরের নেতাকে পেয়ে।

রাজ্যের প্রত্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই সম্পূর্ণ রূপে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।। সেখানে দপ্তরের এক আধিকারিক এর সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে টেন্ডারের নির্ধারিত নিয়মের উপর ভিত্তি করে কাজ করাচ্ছেন।

খোয়াইতে নাবালিকার

● প্রথম পাতার পর

প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে এদিন জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের কর্মীরা পশ্চিম তকচাইয়ার জামটিলা এলাকায় নাবালিকা মেয়ের বিয়ে বাড়ীতে যায়।

পরিবারের লোকজনদের সাথে কথাবার্তা বলে খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের লোকজন।তখনই নাবালিকা মেয়ে সহ বাড়ীর লোকজনদের সাথে খোলাখুলি আলোচনায় চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের কর্মীরা তাদের এই মর্মে বুঝাতে সক্ষম হন যে, আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিয়মনীতির নির্দেশিকা অনুসারে মোটেই আইনসিদ্ধ নয়। এরপরেই নাবালিকা মেয়েটির বিয়ে বাতিল করে দেয় সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনেরা।

নাবালিকাকে খোয়াই জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন চাম্পাহাওর থানার পুলিশ।চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের সোমা আচার্জী, প্রশান্ত দেববর্মা ও পাপন শুক্ল দাস সহ অন্যান্য। তবে এরকম অনেক বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনই আটকাচ্ছে চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের কর্মীরা।খবর পেলেই ওরা ছুটে যাচ্ছে অকুস্থলে।ছেলে মেয়ের কাগজপত্র, জন্মের সার্টিফিকেট খতিয়ে দেখে রদ করে দিচ্ছে নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে।

অঙ্গন

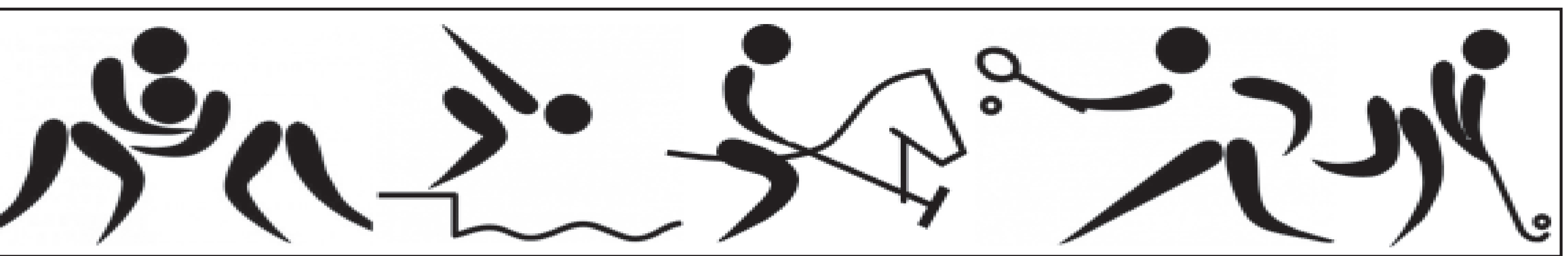

রঞ্জি সেমিফাইনাল লড়াই জমজমাট

লিড মুম্বাইয়ের, পিছিয়ে তামিলনাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। সম্মানজনক লিড নিয়েছে মুম্বাই। আশা করছে আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে তামিলনাড়ু কে প্রথম ইনিংসের মতোই থামিয়ে দিতে পারলে, ফাইনালে খেলা নিশ্চিত মুম্বাইয়ের। মুম্বাই এই মুহূর্তে ২০৭ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে আরও একটি উইকেট। দুই-আড়াইশ রানে পিছিয়ে থেকে তামিলনাড়ু দ্বিতীয় ইনিংসে কেমন ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখায় তার দিকেই তাকিয়ে ক্রিকেট মহল। রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে মুম্বাই ও তামিলনাড়ু পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। মুম্বাইয়ের বিকেসি গ্রাউন্ডে। শনিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তামিলনাড়ু ৬৪.১ ওভার খেলে ১৪৬ রানেই ইনিংস শেষ করেছিল। দলের পক্ষে বিজয় শংকরের ৪৪ রান এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। মুম্বাইয়ের তুষার দেশপান্ডে ২৪ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিল। সার্দুল ঠাকুর, মশের খান ও তনুস কটিয়ান পেয়েছিল দুটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হয়ে পর্যন্ত সময়ে মুম্বাই ১৭ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ আরও ৮৩ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩০৮ রান যোগ করে দলের স্কোর ৩৫৩-এ পৌঁছায়। মুশের খান ২৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে আজ ৫৫-তে আউট হয়। তবে টেল এন্ডারে শার্দুল ঠাকুর দুর্দান্ত খেলে ১০৪ বলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১০৯ রান সংগ্রহ করে বেশ চমক দেখায়। অন্তিম উইকেটের জুটিতে ৭৪ রানে অপরাজিত থেকে সঙ্গে তুষার দেশপান্ডে ১৭ রানে উইকেটে থেকে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করে তুলছে। তামিলনাড়ুর সাই কিশোর ৯৭ রানে ছটি উইকেট এবং কুলদীপ সেন দুটি উইকেট পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় মুম্বাই অনেকটা এগিয়ে রয়েছে।

রঞ্জি : ১ম ইনিংসে লিড মধ্যপ্রদেশের ব্যাকফুটে থেকেও লড়ছে বিদর্ভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। প্রথম ইনিংসে ৮২ রানে লিভ নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ। ব্যাক ফুটে থেকে বিদর্ভ কতটুকু কাম-ব্যাক করতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। রঞ্জি ট্রফির প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে বিদর্ভ ও মধ্যপ্রদেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। নাগপুরের সিভিল লাইন্স-এ বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে। লো স্কোরিং ম্যাচে প্রত্যাশিতভাবেই মধ্যপ্রদেশ প্রথম ইনিংসে লিভ নিয়েছে। শনিবার প্রথম দিনে বিদর্ভের ১৭০ রানের জবাবে মধ্যপ্রদেশ ২০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৭ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ দ্বিতীয় দিনে মধ্যপ্রদেশ বাকি ৯ উইকেটে আরও ২০৫ রান যোগ করে ২৫২ তে ইনিংস শেষ করে। নাইট ওয়াচম্যান এর ভূমিকায় থাকা উইকেট রক্ষক হিমাংশ মন্ত্রী ব্যক্তিগত ২৬ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে আজ ১০০ রান যোগ করে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে। হিমাংশু ২৬৫ বল খেলে ১২টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে। বিদর্ভের উমেশ যাদব ও ঠাকুর তিনটি করে এবং ওয়াখারে দুটি উইকেট পেয়েছে। ৮২ রানে পিছিয়ে থেকে বিদর্ভ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪ ওভার খেলার সুযোগ পায় ইতোমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। বিদর্ভ এই মুহূর্তে ৬৯ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট নয়টি। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে লড়াকু মেজাজে বিদর্ভ যথোপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে মধ্যপ্রদেশের সামনেই ফাইনালিস্ট হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। উল্লেখ্য, শনিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে বিদর্ভ ৫৬.৪ ওভার খেলে ১৭০ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দলের পক্ষে করুন নায়ারের ৬৩ রান এবং অথর্ব টাইডের ৩৯ রান উল্লেখযোগ্য।

(NIT) Press Notice Inviting e-Tender No.: 17(215)/TW/ADC/Tender-2024/29733-705 Dated 29/02/2024

The Executive Engineer, Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online Percentage rate e-tender in single /two bid system in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/Railway/ Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

SL.No.	Details of the work	Estimated cost put totender(Rs)	Earnest Money Deposit(	BidFee (Rs)	Timeforcompletion	Last Date & Time for document	Time & Date of openingofTech	Classofbidder
1	Construction of a synthetic football field (Astro turf) with drainage, fencing and footpath at Deoracherra under Kailashahar Sub-Division, Unakoti District. **DNIeTNo:** TWD_e-Tender_2023-24_10	₹4,47,27,669.74	₹8,94,554.00	₹8000.00	180 days	Upto 3.00 PM on: 11/03/2024	At 3.30 PM on: 11/03/2024	Applicable Class
2	Construction of a synthetic football field (Astro turf) with drainage, fencing and footpath at Killa under Udaipur Sub-Division, GomatiDistrict. **DNIeTNo:** TWD_e-Tender_2023-24_11	₹4,47,27,669.74	₹8,94,554.00	₹8000.00	180 days			
3	Construction of a synthetic football field (Astro turf) with drainage, fencing and footpath at Mungiakami under Teliamura Sub-Division, KhowaiDistrict. **DNIeTNo:** TWD_e-Tender_2023-24_12	₹4,47,27,669.74	₹8,94,554.00	₹8000.00	180 days			

BidFeeisnon-refundable.
Addendum/Modification/Corrigendum, ifany, relatingtothisTender,will be published in the e-procurement portal. https://tripuratenders.gov.in
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the @-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4947/24

Executive Engineer
Tribal Welfare Department
Agartala, West Tripura.

CORRIGENDUM

Memo No:-14(77)/EE/MNP/PWD/7905-7973, Date: 28/02/2024
i) Ref.No: 14(77)/EE/MNP/PWD/5960-6027, Dt.20/02/2024
ii) Ref. No: -36(2)/ACE/Project Unit/2022/- 7085-87, Dated 20/02/2024 of the E.E, Project Unit, PWD (Building)
Name of work: Establishment of National Law University at Narsingarh Agartala, Tripura DNIT No: CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIeT/72/2023-24
Please read the following corrigendum for the aforesaid work against PNIT No: 75/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 which was circulated on 20/02/2024, vide under reference above (i):
1, Page no 32 Table against Solvency certificate, please read "25% "instead of "40%".
2. Page No. 63-65 [Section - 4 : Evaluation sheet to assess technical eligibility]- Required Evaluation sheet appended with the letter.

(For & on behalf of the Soeinor of Tripura)

ICA/C-4936/24

Executive Engineer
Mohnapur Division, PWD (R&B)
Mohanpur, West Tripura.

কাঠালিয়ায় রঞ্জিত স্মৃতি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন নদিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ৩ মার্চ।। রবিবার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত মহকুমার দক্ষিণের গ্রাম নিদয়াতে অনুষ্ঠিত হয় রঞ্জিত মজুমদার স্মৃতি নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করল নিদয়া রাইডার্স দল।তারা নিদয়া বাজার টিলা দলকে পরাজিত করে।। রবিবার হওয়া ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন নিদয়া গ্রাম সহ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিত্বরা। যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অরুন হালদার,প্রসেনজিৎ ঘোষ, জয়দেব মজুমদার সহ আরো অনেকেই।।এই ফাইনাল ক্রিকেট খেলায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত রঞ্জিত মজুমদারের স্ত্রী এবং ছেলে। যারা নিজেদের চোখের জল ফেলে তাদের পরিবারের সজ্জন ব্যক্তিকে স্মরণ করেন। উল্লেখ করতে হয়,এই রঞ্জিত মজুমদার ছিলেন নিদয়া গ্রামের একজন অভিভাবক সৎ মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি।যিনি নিদয়া নামক গ্রামের মানুষের জন্য বিশেষভাবে দয়াবান ছিলেন। বহু মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এই রঞ্জিত মজুমদারের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন।। দুর্ভাগ্য ২০১৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরবর্তী সময়ে একটি পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছিল।যদিও এখন নিদয়া গ্রামের মানুষ অতীব শ্রদ্ধার সাথে প্রয়াত রঞ্জিত মজুমদারকে তাদের মনের কুঠরিতে স্থান দিয়ে রেখেছেন। তার স্মৃতিতে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে প্রচুর সংখ্যক ক্রিকেটপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন ময়দানে। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া এই ম্যাচের শেষে চ্যাম্পিয়ান নিদয়া রাইডার্স ও রানার্স নিদয়া বাজার টিলা দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

বিলোনিয়া টি-২০ ক্রিকেটে ওরিয়েন্টাল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ৩ মার্চ।। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ৬৫ রানে প্রতিপক্ষদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো ওরিয়েন্টাল ক্লাব। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি ষ্টেডিয়ামে সন্তোষ স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় রবিবার।

এদিন সকালে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে অংশ নেয় ওরিয়েন্টাল ক্লাব বনাম সাউথ বিলোনিয়া প্লে সেন্টার।

টুর্নামেন্টের ২০ ওভার ওরিয়েন্টাল ক্লাব ১৯২ রান সংগ্রহ করে, এবং সাউথ বিলোনিয়া প্লে সেন্টার ১৯ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করে।

ওরিয়েন্টাল ক্লাব ৬৫ রানে জয় লাভ করে। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

সুন্দরভাবে খেলাকে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে সভাপতি সম্পাদক তপন লোধ, সচিব সুব্রত দে,বিলোনিয়া টিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি সম্পাদক কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পার্থ চৌধুরী, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ।বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ফাইনাল ম্যাচে ক্রিকেটপ্রেমীদের দারুন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে।

সি কে নাইডু ট্রফির সেমিফাইনালে বিশাল স্কোরের লক্ষ্যে এগিয়ে কর্ণাটক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগোচ্ছে কর্ণাটক। প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। খেলা কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি তথা অনূর্ধ ২৩ জাতীয় ক্রিকেটের সেমিফাইনাল পর্যায়ের ম্যাচ। নাগপুরের ভিসিএ কালাম্না স্টেডিয়ামে। কর্ণাটকের উদ্দেশ্য আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেও উইকেটে টিকে থেকে পাঁচ শতাধিক রান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে বিদর্ভের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে। সরাসরি জয়ের পরিবর্তে ম্যাচ ড্র-তেও নিষ্পত্তি হলে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে কর্ণাটকের টার্গেট ফাইনালিস্ট-এর ছাড়পত্র পাওয়া। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ নিয়ে দিনভর খেলে ৯০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৬৮ রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে আনিস ১৪৩ রানে প্যাভিলিয়নের ফিরলেও অধিনায়ক স্মরণ ১৫১ রানে অপরাজিত থেকে দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আনিস ১৫২ বল খেলে ১৯ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৪৩ রানে আউট হয়। তবে স্মরণ ২১৭ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৫১ রান সংগ্রহ উইকেটে রয়েছেন।

বিদর্ভের বোলার হর্ষ দুবে দুটি উইকেট পেয়েছে। বলা বাহুল্য কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফির অপর সেমিফাইনালে উত্তর প্রদেশ বনাম মুম্বাইয়ের ম্যাচটি কানপুরের গ্রীন পার্ক স্টেডিয়ামে বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনের খেলা ভেস্তে গেছে।

কমলপুরে রাজ্যভিত্তিক রেসলিং টুর্নামেন্ট ঘিরে অব্যবস্থা চরমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ৩ মার্চ।। চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে রবিবার কমলপুর টাউন ময়দানে শুরু হল দুদিনের রাজ্যের ত্রিপুরা টেট ট্রেডিশনাল রেসলিং এন্ড পাংক্রেশান চ্যাম্পিয়নশিপ। আয়োজক কমলপুর নগর পঞ্চায়েত।

আসর চলছে দর্শক শূন্যতায়। ২৪০ জন খেলোয়াড় নথিভুক্ত করার পর দেখা যায় নি ১০০ জনকে। মাইক যোগে প্রচার করা হয়েছিল রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। আসেননি। মঞ্চে অনুপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ও বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।

এদিন উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার,দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস, ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ শাহ আলম, চ্যাম্পিয়নশিপের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট সি এ তাম্বালি, নভাল কিশোর, কমলপুর মহকুমা শাসক লাল রিং নেতা ডারলং প্রমুখ। রাজ্য ভিত্তিক দুদিনের আসরে খেলোয়াড়ের খাবারের ব্যবস্থা দেখে চোখ ছানাবড়া হওয়ার কথা। লাঞ্চে খেলোয়াড়দের যে খাবার দেওয়া আছে তা গ্রহনের অযোগ্য। ডাল, সিদল চাটনী, ও সোয়াবিন তরকারি।

খেলোয়াড়রা খাবার খাচ্ছে নীচে বসে।এই আসরের বাজেট কতো আয়োজকরা বলতে পারি নি। যারা বাইরে থেকে এসেছে তারাও ক্ষুব্ধ। খেলা আসরের উদ্বোধন করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা।

Prof. (Dr.) Manik Saha
CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

৫৩-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও
জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ বার্তা

সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও ৫৩-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস (৪ঠা মার্চ) ও জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ (৪ঠা- ১০ই মার্চ) পালিত হচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনারোধে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা অতি আবশ্যিক দায়িত্ব। কলকারখানায় অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনার ফলে ব্যক্তি জীবন এবং তাঁদের পরিবারের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রেরও ক্ষতি সাধিত হয়। সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত কলকারখানায় শ্রমিক-মালিক সকলকেই সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

শিল্পক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন সচেতন হওয়া দরকার, তেমনি অন্যদেরকেও সচেতন হতে সাহায্য করা প্রয়োজন। দুর্ঘটনারোধে রাজ্য সরকারের ফ্যাক্টরিজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে জারি করা সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করা দরকার। নিয়মবিধি সঠিক রূপায়নে কর্তৃপক্ষকেও প্রতিনিয়ত নজরদারিতে রাখতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা বিধি মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা

Tinku Roy
Minister

Government of Tripura
Department of Youth Affairs & Sports
Social Welfare & Social Education and Labour
Civil Secretariat, Capital Complex
Agartala - 799 010
☎: 0381 241 4040 / 241 4005
email : min.swse2023@gmail.com

৫৩-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর বার্তা।

'সুরক্ষা সর্বপ্রথম কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা সচেতনতা তৈরী এবং নিরাপদে কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরার সব কল-কারখানা গুলোতেও আজ ৪ঠা মার্চ, ২০২৪ ইং ৫৩-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস এবং ৪ঠা - ১০ই মার্চ, ২০২৪ জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ পালনের জন্য ত্রিপুরা সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে। এটা দেখা গেছে যে, সুরক্ষা নিয়ম বিধি যথাযথভাবে পালন না করার ফলে এবং সুরক্ষা সচেতনতার অভাবের কারণে বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা নানাবিধ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন, এমনকি দুর্ঘটনায় জীবনহানিও ঘটে এবং জাতীয় সম্পত্তি ও পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। তাই দুর্ঘটনা রোধে ত্রিপুরা সরকারের ফ্যাক্টরিজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন কর্তৃক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কল-কারখানায় বিশেষ সুরক্ষা সচেতনতা মূলক প্রচার চালানো হবে। শিল্প সম্প্রসারণের পাশাপাশি কল-কারখানায় ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্যও আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

শিল্পক্ষেত্রে যে কোনো দুর্ঘটনা রোধে রাজ্য সরকার সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং দেশ - সবারই ক্ষতি হয়। একমাত্র সচেতনতাই দুর্ঘটনা রোধের চাবিকাঠি হতে পারে। আর সচেতনতা শুরু করতে হবে বিভিন্ন নিয়মাবলী কঠোরভাবে পালনের মাধ্যমে, স্ব-উদ্যোগে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান, বিধি-নিষেধ পালন এবং অন্যদের সচেতন করার লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজ্য সরকারের ফ্যাক্টরিজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন কর্তৃক জারি করা সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সঠিকভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি সুরক্ষা নিয়ম-বিধি সুষ্ঠুভাবে মেনে চলার জন্য আমি কল-কারখানার শ্রমিক, মালিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। শিল্পক্ষেত্রে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের ফ্যাক্টরিজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন এর সঙ্গেও সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

(শ্রী টিংকু রায়)
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-1877/24

পূর্বোত্তর অলিম্পিক গেমসের জন্য ফুটবলের সিলেকশন ট্রায়াল ৭ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজ্য ফুটবল দল গঠন করা হচ্ছে। তৃতীয় উত্তর-পূর্ব অলিম্পিক গেমস এর জন্য। আগামী ১৮ থেকে ২৩ মার্চ নাগাল্যান্ডের কোহিমায় এবারকার উত্তর-পূর্ব অলিম্পিক গেমসের আসর বসছে। ফুটবলে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এ উপলক্ষে আগামী ৭ মার্চ রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সকাল ১০টায় সকল সিনিয়র ফুটবল খেলোয়াড়দের উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিএফএ-র সাধারণ সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করেছেন। রিপোর্ট করার সময় অবশ্যই অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট, অরিজিনাল আধার কার্ড এবং দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। সিলেকশন ট্রায়ালে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনও রকম টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের থেকে বাছাই করে রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর ডি.কে প্রধান, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ সুজিত ঘোষ, ফিজিকেল ইন্সট্রাক্টর শুভেঞ্জিত সিনহা এবং আবু তাহের কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য ফুটবল দল গঠনের কার্যক্রম টিএফএ সম্পন্ন করলেও আসন্ন উত্তর-পূর্ব অলিম্পিক গেমসে দল পাঠাবে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে।

বড়মুড়া প্লে সেন্টার আয়োজিত ক্রিকেটে সেরা ভাটি নলছড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ৩ মার্চ।।বড়মুড়া প্লে সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। ট্রফি দখলের লড়াইয়ে এদিন অংশ নেয় কোকড়ানিয়া প্লে সেন্টার ও ভাটি নলচর প্লে সেন্টার। ম্যাচের ভাটি নলচর ৫৩ রানে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা গৌরব অর্জন করে। এই টুর্নামেন্টে সর্বমোট বারটি দল অংশগ্রহণ করে। শত শত লোক এই খেলা উপভোগ করেন। ফাইনাল খেলায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার স্বরূপ ট্রফি তুলে দেন নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস, জেলা পরিষদের সদস্য রতন দাস,পূর্ব নলচর গাও সভার উপপ্রধান নারায়ণ দেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী রামপ্রসাদ দাস।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনার সুবিধা পেতে রবিবার সকালে ক্যামেরায় ধরা পড়ে এমনই দৃশ্য। ছবি- নিজস্ব।

কল্যাণপুরে মহিলাদের আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ মার্চ ।। প্রফেসর ডাঃ দিলীপ কুমার রায় চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা ও দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় কল্যাণপুরে মহিলাদের আর্থিক সাক্ষরতায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সানীয় লোটাস কমিউনিটি হলের মিলনায়তনে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, জেলার কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ তাপস পাল, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা বৈশাখী ভৌমিক, কল্যাণপুর আরডি ব্লকের আধিকারিক সহ দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সজল দেব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অমলেন্দু দেবরায়। প্রথমে স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে সোসাইটির কর্মকর্তা সজল দেব মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবর্গসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায়। তিনি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রতিটি এলাকার স্বসহায়ক দলের মা বোনেদের স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান রাখেন। আর্থিক সাক্ষরতা বিকাশে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কল্যাণপুর শাখার আধিকারিক বৈশাখী ভৌমিক ব্যাংকিং লেনদেন, নাগরিকদের লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক সহ ব্যাংকের মাধ্যমে কিভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায় তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

খোয়াই জেলার অন্যতম কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ তাপস পাল গ্রামীন এলাকার মহিলাদের ফুল চাষের মাধ্যমে কিভাবে আত্মনির্ভর হতে পারেন তার খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন। কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র- রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমেও মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে আজকের অনুষ্ঠান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

পাশাপাশি তিনি উদ্যোক্তাদের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর কামনা করেন। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী কল্যাণপুরের মতো গ্রামীন এলাকায়ও প্রফেসর ডাঃ দিলীপ কুমার রায় চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ও স্থানীয় দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এলাকার মহিলাদের স্বার্থে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার অন্যতম প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতার নামাঙ্কিত ট্রাস্ট আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

রাজ্যভিত্তিক ইন্টেনসিফায়েড পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।। আগরতলা সরকারি নার্সিং মহাবিদ্যালয়ে আজ ৩ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক ইন্টেনসিফায়েড পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে এই কর্মসূচির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পোলিওর বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে ০-৫ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে দু'ফোটা পোলিও ডোজ খাওয়ানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে তাদের শিশুদের পোলিও ডোজ খাওয়ানোর আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা রাজীব দত্ত, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, ডিএমই ডা. হরপ্রসাদ শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সদস্য সচিব ডা. নূপুর দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জন বিশ্বাস, আইজিএম হাসপাতালের সুপার ডা. দেবশ্রী দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, আজ পোলিও টিকাকরণ কেন্দ্রগুলিতে রাজ্যের ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের পোলিও ডোজ খাওয়ানো হবে। তাছাড়া পোলিও টিকাকরণ কেন্দ্রে যেসব শিশুদের পোলিও ডোজ খাওয়ানো সম্ভব হবে না তাদের আগামীকাল ও ৫ মার্চ এই দু'দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে পোলিও ডোজ খাওয়ানো হবে।

৪২তম আগরতলা বইমেলা

বইমেলায় বিভিন্ন হোমের ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।।৪২তম আগরতলা বইমেলার দ্বাদশতম দিনে আজ আগরতলার বিভিন্ন হোমের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বইমেলায় নিয়ে আসা হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মী টিংকু রায়ের প্রয়াসে দপ্তর এই উদ্যোগ নেয়। আগরতলা শহরের বিভিন্ন হোমের শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা বইমেলা পরিদর্শন করেন। বইমেলায় সমাজকল্যাণ মী টিংকু রায় হোমের ছাত্রছাত্রীদের তাদের ইচ্ছামত দুটি করে বই কেনার জন্য উৎসাহিত করেন।

এক্ষেত্রে বইয়ের মূল্য সমাজকল্যাণ মী নিজেই দেবেন বলে ছাত্রছাত্রীদের জানান।

বইমেলা পরিদর্শন কালে সমাজকল্যাণ মী টিংকু রায় জানান, হোমের ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজেদেরকে দেশ ও রাজ্যের মানুষের সাথে একাত্ম অনুভব করতে পারে সেজন্যই দপ্তর এই উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে হোমের ছাত্রছাত্রীরও সমাজের কল্যাণে ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। বইমেলা পরিদর্শন কালে সমাজকল্যাণ মীর সাথে তার পরিবারের সদস্য-সদস্যারা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম চক্রবর্তী ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বৈজয়ন্ত দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই না করে টিকিট পাকা করেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, দাবি তৃণমূল বিষয়ক বাবুলের

হাওড়া, ৩ মার্চ (হি.স): কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। রবিবার শিবপুরে নিজের ফ্ল্যাটে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন ''''বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছেন। তিনি প্রচার চাইছেন। আমার রাজনৈতিক বুদ্ধি অনুযায়ী তিনি ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মুখ হতে চাইছেন।''''এদিন তিনি আরো বলেন, ''''যদি সত্যি তিনি সমাজ সংস্কার করতে চাইতেন তাহলে যে দলে তিনি যোগদান করতে চান সেই দলের দুর্নীতিগ্রস্তদের সিবিআই এবং ইডি তদন্তের মাধ্যমে তাদের জেলে পাঠাতেন। তা না করে তিনি নিজের টিকিট পাকা করতে চাইছেন''''।

অন্যদিকে গতকাল সন্ধ্যায় আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ভোজপুরি নায়ক ও গায়ক পবন সিং কে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছিল। আজ পবন সিং টুইট করে জানান তিনি ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চান না। এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন বাবুল সুপ্রিয়। এদিন তিনি বলেন পবন সিং তার গানে বাঙালি মহিলাদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বাঙালি মহিলাদের ঘৃণা করেন। তাই তার নাম যখন প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তখন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সমাজ মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিজেপি ভুল বুঝতে পারে। বিজেপির চাপেই তিনি টুইট করে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন। তিনি বিহার উত্তরপ্রদেশ যেকোনো জায়গা থেকে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু বাংলার মহিলারা তাকে ক্ষমা করবেন না।

ঐতিহ্যবাহী মা ভবতারিনী মন্দিরের বাৎসরিক পুজো মেলা আগামী ৮ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩ মার্চ ।। ঐতিহ্যবাহী মা ভবতারিনী মন্দিরের বাৎসরিক পুজো মেলার উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করল মেলা কমিটি ঊআগামী ৮ই মার্চ শুরু হতে যাচ্ছে কুমারঘাট ভবতারিনী মন্দিরে বাৎসরিক পুজো ও মেলা। প্রতিবছর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ভবতারিণী মন্দিরে আয়োজন করা হয় এই বিশেষ পুজোর সাথে সাথে দর্শনার্থীদের আনন্দ উপভোগের মেলার আসর বসে। ৪৪তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চার দিনব্যাপী চলবে এই বিশেষ পুজো এবং মেলার অনুষ্ঠান ঊব্যতিক্রমী নয় এবছরও।

চার দিনের এই মেলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে বসবে দোকানপাট ঊপ্রতিদিনই থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঊথাকবে এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা গান, নৃত্য আবৃতি ঊ ভক্তদের জন্য থাকবে মহা প্রসাদের ব্যবস্থা ঊনানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী ১২ই মার্চ পর্যন্ত চলবে মেলাঊসাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানিয়েছেন মেলা কমিটির আয়োজন করা হয়।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস ঊ মন্দির কমিটির সভাপতি প্রীতিময় দত্ত সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর গুহ,পূজা কমিটির জয়েন্ট কনভেনার বেনুমাধব দাস দাস সহ প্রমুখ করা ঊকমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় মেলার শুরুর আগের দিন অর্থাৎ ৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার স্টল বন্টনের প্রক্রিয়ার ঊযারা দোকান দেওয়ার ইচ্ছুক তারা পূজা কমিটির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমেই পেয়ে যাবেন স্টল।

পাবিয়াছড়া মন্ডলের উদ্যোগে শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩ মার্চ: ।। ভারতীয় জনতা পার্টির পাবিয়াছড়া মন্ডলের উদ্যোগে এক দিন ব্যাপি শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ঊ রবিবার কুমারঘাট মানসী মিলনায়তন হল ঘড়ে অনুষ্ঠিত হয় এই কনভেনশন।

পাবিয়া ছড়া বিধানসভার সকল স্তরের শ্রমিকদের নিয়ে এই কনভেনশনের উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।

উনার হাত ধরে প্রদীপ পথ জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

এলাকার শ্রমিকদের উন্নয়নের বিভিন্ন ধারা কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় এই এক দিবসীয় আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ঊভাজা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই শ্রমিকদের নিয়ে নানান কর্মশালার মধ্য দিয়ে তাদের উন্নয়নের ধারা বইয়ে যাচ্ছে ।

শ্রমিক স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করছে ঊ শ্রমিক ভাতা সহ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বহিরাজ যে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ। বললেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস তাই আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানালেন এই সভার মধ্য দিয়ে।

এছাড়াও আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির ঊনকোটি জেলার সভাপতি পবিত্র দেবনাথ পালিয়েছিলাম মন্ডল সভাপতি কার্তিক দাস সহ অন্যান্যরা ।এছাড়াও আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির ঊনকোটি জেলার সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, পাবিয়াছড়া মন্ডল সভাপতি কার্তিক দাস সহ অন্যান্যরা।

রবিবার আগরতলায় মন্দির গুলিতে চলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ছবি- নিজস্ব।

সন্দেশখালিতে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি ঘুড়ে, কথা বলেন মানুষের সঙ্গে

উ ২৪পরগনা, ৩ মার্চ (হি.স): কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফের সন্দেশখালি পৌছলেন বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা ।ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যগণ হলেন - জাস্টিস নারসিমা রেড্ডি, আইপিএস অফিসার রাজপাল সিং, ওপি ব্যাস (যুগ্ম রেজিষ্টার গ্ধছট্টঙ্খ), ভাবনা বাজাজ (গ্ধঙ্খঙ্কঙ্খট্ট কনসালটেন্ট), সঞ্জীব নায়ক (সিনিয়র জার্নালিস্ট)। এর আগে তাদের পুলিশি বাধায় বাসন্তী হাইওয়ে ভোজেরহাট থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং গ্রেফতার হতে হয়েছিল। রবিবার অবশ্য তারা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরে স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা শোনার সুযোগ পান কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই। সেইমতো তারা সন্দেশখালি পৌঁছন ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আজ দুপুর থেকেই সন্দেশখালি ও নেজাট এলাকার ৩৭ টা জায়গা থেকে ১৪৪ ধারা উঠিয়ে নেওয়া হলো প্রশাসনের তরফ থেকে। বাকি সন্দেশখালি ও নেজাট একটা অংশ ১২ টা জায়গায় এখনো ১৪৪ ধারা বর্তমানে জারি আছে।

সন্দেশ খালির ঘটনায় এসএফআই-এর ডাকে পথ অবরোধ

উ ২৪পরগনা, ৩ মার্চ (হি.স): রবিবার সন্দেশখালীর ঘটনা প্রতিবাদে বারাসাতে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই মিছিল করে। বারাসাত চাপাড়ালী মোড় থেকে মিছিল শুরু করে বারাসাত ডাকবাংলো মোড় হয়ে কলোনী মোড়ে এসে তারা পথ অবরোধ করে। এর আগে একাধিক বার যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সন্দেশ খালিতে ঢুকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ।সেখানে অনেক অজানা সত্য উঠে এসেছে ।মহিলা নিপীড়নের একাধিক কাহিনী উঠে এসেছে। গ্রামের মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নেত্রী বৃন্দ কারাত। কিন্তু পুলিশি বাধায় শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশ পুতুল পুড়িয়ে ধিক্কার জানায়। রাস্তা অবরোধে যানজটের সৃষ্টি হয় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পথচারীদের ধাক্কাধাক্কি করে এসএফআইয়ের কর্মী সমর্থকরা। বারাসাত থানার পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। প্রায় ৪৫ মিনিট অবরোধ চলার পর অবরোধ প্রত্যাহার করে এসএফআই।

বনগাঁ পুলিশ জেলায় শুরু হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

উ ২৪পরগনা, ৩ মার্চ (হি.স): লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যে চলে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার সকাল থেকেই বনগাঁয় শুরু হয়ে গেল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। উত্তর দিনাজপুর থেকে আপাতত দুই কোম্পানি বাহিনী এসেছে। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ থানার ভাপ্রাপ্ত আধিকারিক শিবু ঘোষ , মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাজা সহ অন্যান্য পুলিশের আধিকারিকরা। বনগাঁ থানার ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনিগ্রমের সন্দেশখালি বাজারে চলে এই রুট মার্চ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ দেখে স্থানীয়রা জানান, বাহিনী এসেছে কিছু টা স্বস্তি পাওয়া গেল। নির্ভয়ে ভোট দেওয়া যাবে।

বেহাল রাস্তায় একাধিকবার ঘটেছে দুর্ঘটনা হুস ফেরেনি প্রশাসনের

উ ২৪পরগনা, ৩ মার্চ (হি.স): এক দশক ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বনগাঁ ব্লকের গোপালনগর এর শনেকপুর স্টেশন পাড়া থেকে পাল্লা যাওয়ার ৩ কিলোমিটার রাস্তা। গোপালনগর স্টেশন , চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, পাল্লা যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। দৈনন্দিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে। রাস্তায় চলাচলের সময় অতীতে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবুও হুস ফেরেনি প্রশাসনের। একাধিকবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেই সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। বেহাল রাস্তা নিয়ে রীতিমত ক্ষোভ ফুঁসছে বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এক দশক ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তা। একাধিকবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেই দুর্ভোগ কাটছে না গ্রামবাসীদের। বর্ষাকালে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে হয় এলাকার মানুষের। বহুবার দুর্ঘটনা ও ঘটেছে রাস্তায় চলাচলের সময়। তবুও কোন হুস নেই প্রশাসনের।

স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপ প্রধান তথা তৃণমূল নেতা দিব্যেন্দু বিশ্বাস বলেন, রাস্তা নিয়ে মানুষের সমস্যা হচ্ছে এটা সঠিক। ইতিমধ্যেই দুটি রাস্তার টেন্ডার হয়েছে এ রাস্তার কাজও নির্বাচনের আগে বা পরে শুরু হয়ে যাবে।

বিজেপিকে তোপ খাড়গের, বললেন এজেন্সির মাধ্যমে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে

পাটনা, ৩ মার্চ (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বললেন, এজেন্সির মাধ্যমে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। রবিবার পাটনার গান্ধী ময়দানে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের ''''জন বিশ্বাস মহা র‍্যালি''''-তে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বিজেপির পাশাপাশি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন খাড়গে।

কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে বলেছেন, 'এখন আইএনডিআই জোট যুদ্ধক্ষেত্রে বিজেপির মুখোমুখি... এজেন্সির মাধ্যমে, বিজেপি আমাদের মধ্যে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। এটা সম্ভব নয়, কারণ আমরা এখানে তাদের সামনে মাথা নত করতে আসিনি... বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন ''''ম্যায় থোড়ে দিন কে লিয়ে বাহার গয়া থা, মে ফির ওয়াপাস আয়া হুঁ''''... যারা আদর্শগতভাবে শক্তিশালী নয়, তারা লড়াই করতে পারে না।' তেজস্বীর উদ্দেশ্যে খাড়গে বলেছেন, 'আপনার (তেজস্বী যাদব) তাকে দলে নেওয়া উচিত নয়, যদি তিনি আবার ফিরে আসেন।'

রবিবার ত্রিপুরা গভ এমপ্লইজ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।